ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رحمه الله

রাজদরবারে আলিমদের গমন

একটি সতর্কবার্তা

আলী হাসান উসামা অনূদিত

রাজদরবারে আলিমদের গমন:একটি সতর্কবার্তা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

রাজদরবারে আলিমদের গমন: একটি সতর্কবার্তা

মূল (আরবি):

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رحمه الله

অনুবাদ: আলী হাসান উসামা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

www.nagorikpathagar.org

রাজদরবারে আলিমদের গমন:একটি সতর্কবার্তা

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক ২০১৭

ISBN: 978-984-34-3408-1

প্রথম বাংলা সংস্করণ:
রবিউল আওয়াল ১৪৩৯ হিজরি/ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

মূল্য: ১২০ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

দোকান নং #৩১৫, ৩য় তলা, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

Rajdorbare Alimder Gomon: Ekti Sotorkobarta (Scholars' Access to Rulers: A Warning) being a Translation of *Ma Rawahu al-Asatin fi adam al-maji'i ila al-Salatin* translated into Bangla by Ali Hasan Osama and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2017

www.nagorikpathagar.org

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

"যে-ব্যক্তি মরুচারী যাযাবর জীবনযাপন করবে, সে রূঢ় চিত্তাধিকারী হবে। যে শিকারের পিছু নেবে, সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি শাসকের দুয়ারে উপস্থিত হবে, সে ফিতনায় আক্রান্ত হবে। আর যে ব্যক্তি শাসকের যত ঘনিষ্ঠ হবে, সে আল্লাহর থেকে তত বেশি দূরে সরবে।"

(সুনানুল বায়হাকি : ১০/১০১; মুসনাদু ইসহাক ইবনু রাহুওয়াহ : ৩৭১)

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বিষয়সূচি

গ্রন্থকার পরিচিতি ৫

প্রারম্ভিকা..৯

প্রথম অধ্যায়: শাসকের দরবারে যাতায়াত পরিহারে রাসুলুল্লাহর নির্দেশনা.. ১৭

নববি সুন্নাহর দর্পণে শাসকদের কাছে যাতায়াতের নিষিদ্ধতা.........১৯
সৃষ্টজীবের মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য শ্রেণি ১৯
শাসকের দরবারে অনুপ্রবেশকারী আলিম কি হাউজে কাউসারে অবতরণ করতে পারবে? ২১
শাসকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত আলিম পরকালে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ২২
শেষ যামানার আলিমদের কিছু বৈশিষ্ট্য ২২
ফিতনার শাসকবৃন্দ ২৪
সে সকল দুর্ভাগা মানুষের বৃত্তান্ত, যারা দুনিয়ার জন্য দ্বীনের ফিকহ অর্জন করে ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: শাসকের দরবারে যাতায়াতের ক্ষতি ও পরিণতি ২৭

চাটুবৃত্তির মানসে শাসকের কাছে গমনকারীর বিধান..................২৯
শাসকগোষ্ঠীর সাথে ওঠাবসা করার ব্যাপারে সতর্কবাণী ৩০
শাসকের দরবারে আনাগোনাকারী তার দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ততায় নিক্ষেপকারী ৩১
তালিবে ইলমদের আভ্যন্তরিক কতিপয় নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য............ ৩২

www.nagorikpathagar.org

তোমরা ফিতনার ক্ষেত্র থেকে দূরত্ব বজায় রাখো ৩৩
আতা ﷺ এর উদ্দেশে ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ ﷺ এর নাসিহাহ্ ..৩৩
তুমি কোনো বিদআতির সঙ্গে ওঠাবসা কোরো না ৩৪
তুমি খেয়ালখুশি এবং বিবাদ-বিসংবাদ থেকে দূরে থাকো ৩৫
শাসকদের সঙ্গে সালাফে সালেহিনের আচার-রীতি ৩৮
আলিমগণ তিন শ্রেণির ৪১

তৃতীয় অধ্যায়: শাসকের দরবারে গমনাগমনে সালাফের আচার-রীতি...৪৫

আহলুল ইলম ইলমের সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠিত থাকার ফজিলত.......... ৪৭
যাহিদ আবু হাযিম ﷺ এবং বানু উমাইয়ার আমিরগণ ৪৮
হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ﷺ এবং ইরাকের আমির ৫৩
শাসকদের সঙ্গে মেলামেশার অবস্থাসমূহ ৫৭
আলিমের জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করা উচিত ৬৭
শেষ যামানায় সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস..................................৭২
শাসকদের কাছে গমনাগমনের ব্যাপারে কবিদের বক্তব্য ৭২

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি ﵀। আসল নাম আব্দুর রহমান। বাবার নাম শায়খ কামালুদ্দিন আবু বকর ﵀। ইমাম সুয়ুতি ﵀ ১৪৪৫ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৮৪৯ হিজরির রজব (সেপ্টেম্বর) মাসে মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। ইলমের চর্চা এবং দ্বীন পালনে তাদের পরিবার পূর্ব থেকেই সুপরিচিত ছিল। ইমাম সুয়ুতি ﵀ এর শ্রদ্ধেয় বাবাও ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিম; যার সান্নিধ্যে বরেণ্য অনেক মনীষী গড়ে উঠেছিল। ইমাম সুয়ুতি ﵀ এর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর, তখন তার বাবা পরলোকগমন করেন। পিতৃছায়াহীন অবস্থায় তার শৈশবের দিনগুলো অতিক্রান্ত হতে থাকে। সেই শৈশবেই তার মধ্যে জন্ম নেয় ইলমের প্রবল তৃষ্ণা। ফলে আট বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি মহাপবিত্র গ্রন্থ আলকুরআনুল কারীমের হিফজ সমাপন করেন।

এরপর ইলমি অঙ্গনে সুবিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ আদ্যোপান্ত মুখস্থ করে ফেলেন; যার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য- *আলউমদাহ, মিনহাজুল ফিকহি ওয়াল উসুল, আলফিয়্যাতু ইবনি মালিক* প্রভৃতি। আলিমগণের অঙ্গনে তার বাবার পরিচয়ের সুবাদে সেই ছোট বয়সেই তিনি অনেক বিদগ্ধ আলিমের সান্নিধ্য লাভ করেন। যাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠছিল তার মানসজীবন, তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন— হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম, '*আলহিদায়া*'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ '*ফাতহুল কাদির*' রচয়িতা কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম ﵀।

ইমাম সুয়ুতি ﵀ তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ইলমি বিষয়াদি ছাড়াও জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথ সফলভাবে অতিক্রম করার অনেক পাথেয় তার সুহবাত থেকেই গ্রহণ করেছিলেন; উদাহরণস্বরূপ- শাসক গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার শিক্ষা।

ইমাম সুয়ুতি ﵀ এর প্রচলিত পন্থায় ইলম অর্জনের ধারা শুরু হয় ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৮৬৪ হিজরিতে। সে সময়ে তিনি ফিকহ, নাহ্‌ব এবং ফারায়িযশাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন। মাত্র দু-বছরের মধ্যেই সকল পর্যায় অতিক্রম করে এ সকল বিষয়ের দরস প্রদানের অনুমতি লাভ করেন। সে বছরই তিনি তার প্রথম গ্রন্থ- *'শারহুল ইসতিআযা ওয়াল বাসমালা'* রচনা করেন। তার বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর। এ বই রচনা করে তিনি নিজ উস্তাদ ইলমুদ্দিন বালকিনি ﵀ এর প্রশংসা লাভ করেন। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে ইমাম সুয়ুতি ﵀ এর ধারা ছিল, তিনি কোনো এক

www.nagorikpathagar.org

শায়খের তত্ত্বাবধানে ইলম অর্জনের মেহনত শুরু করতেন। যতদিন সেই শায়খ জীবিত থাকতেন, ততদিন তার সান্নিধ্যেই থাকতেন। তার ইন্তেকালের পরই কেবল অন্য কারও কাছে গমন করতেন।

এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ মুহিউদ্দিন কাফিজি ﵀ এর সান্নিধ্যে কেটেছে তার জীবনের চৌদ্দটি বছর। তার উস্তাদগণের মধ্যে আরও রয়েছেন- শারাফুদ্দিন মুনাবি ﵀, তাকিয়্যুদ্দিন শিবলি ﵀, আফসারায়ি ﵀, ইযযুদ্দিন আলহাম্বালি ﵀, মারযুবানি ﵀, জালালুদ্দিন মাহাল্লি ﵀ এবং তাকিয়্যুদ্দিন শুমুন্নি ﵀ প্রমুখ মনীষীগণ। দেড় শ জন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস থেকে তিনি ইলমুল হাদিস হাসিল করেছেন। শুধু পুরুষ শায়খদের থেকেই নয়, ইমাম সুয়ুতি ﵀ সেকালে ইলমের সুউচ্চ পর্যায়ে উপনীত নারী আলিমগণের থেকেও ইলম হাসিল করেছেন। তার নারী উস্তাদগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য- আসিয়া বিনতু জারিল্লাহ ইবনি সালিহ ﵀, কামালিয়া বিনতু মুহাম্মাদ আলহাশিমিয়্যাহ ﵀, উম্মু হানি বিনতু আবিল হাসান আলহারবিনি ﵀ এবং উম্মুল ফাযল বিনতু মুহাম্মাদ আলমাকদিসি ﵀ প্রমুখ।

ইমাম সুয়ুতি ﵀ শাসকদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। তেরোজন মামলুক শাসকের শাসনামল তিনি লাভ করেছেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তার ছিল একই আচার-রীতি। তিনি তাদের থেকে কোনোপ্রকার উপহার গ্রহণ করতেন না, তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কোনো সভা-সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন না। তাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হতো। এ ক্ষেত্রে তিনি আত্মমর্যাদাশীল আলিমগণের মতোই আচরণ করতেন। কখনোই ইলমের মর্যাদাহানি হতে দিতেন না। কোনো শাসকের আচরণ যদি মনঃপুত না হতো, সেক্ষেত্রে তিনি তাদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতেন।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি ﵀ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারী ছিলেন। আকিদার ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলিমগণের মতো আশআরি এবং ফিকহের ক্ষেত্রে শাফেয়ি মাযহাবের তাকলিদ করতেন। ফিকহ, তাফসির এবং হাদিসশাস্ত্রে তার সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল।

ইমাম সুয়ুতি ﵀ অসংখ্য কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন; যার কয়েকটি এই—*আলইতকান, আলহাবি লিল-ফাতাওয়া, আদ্দুররুল মানসুর, আলজামিউস সাগির, আলজামিউল কাবির, আদ্দিবাজ 'আলা সহিহি মুসলিম, আললা'আলিল মাসনু'আ, তারিখুল খুলাফা, তাদরিবুর রাবি, হুসনুল মুহাযারাহ, লুবাবুন নুকুল ফি আসবাবিন নুযুল, আলফারিক বাইনাল মুসান্নিফি ওয়াস সারিক, তাফসিরুল*

www.nagorikpathagar.org

জালালাইন, ইসআফুল মুবাত্তা বি-রিজালিল মুয়াত্তা প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি তার সংক্ষিপ্ত জীবনে তাফসির, ফিকহ, হাদিস, উসুল, নাহ্ব, বালাগাত, ইতিহাস, রিজাল, তাসাওউফ, আরবিসাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রে অগণিত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে কালের পাতায় অমরত্ব লাভ করেছেন।

ইমাম সুয়ুতি ﵀ ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৯১১ হিজরিতে ৬১ বছর বয়সে কায়রোতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আল্লাহ ﷻ তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রারম্ভিকা

আলিমরা নবিদের উত্তরাধিকারী। নবিরা দিনার কিংবা দিরহামের উত্তরাধিকার রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার রেখে যান শুধু ইলমের। তাই যে এই নববি ইলমকে ধারণ করে, সে নবিদের উত্তরাধিকারের পূর্ণ অংশ লাভ করে। যে ইলম অর্জন করেছে আর যে ইলম অর্জন করেনি- এই দুই শ্রেণি কখনোই সমান হবে না। আবিদের ওপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, আকাশের নক্ষত্ররাজির ওপর পূর্ণিমার রাতের শুভ্রোজ্জ্বল চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন। এ জন্যই তো আলিমের সম্মানার্থে মহান ফিরেশতাগণও নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর সকল কিছু আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এই ইলম যার-তার নসিবে জোটে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তারা এর থেকে নিরোধ করবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা।"[১]

কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যানুযায়ী একজন আলিমের কাজ হলো যথাক্রমে—সুগভীর জ্ঞানার্জন করা (অন্য ভাষায়, 'রুসুখ ফিল-ইলম' অর্জন করা), দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ ফিকহ হাসিল করা (অন্য ভাষায়, 'তাফাক্কুহ ফিদ্দ্বীন' হাসিল করা), আল্লাহ তাআলার ভয় এবং তাকওয়া নিজের মধ্যে আনা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা ইলম-আমল-আখলাক এবং বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা ভেতরে ধারণ করে মহান সালাফেসালেহিনের রঙে নিজেকে রঙিন করা, এরপর উম্মাহর সৎকর্মপরায়ণদের জান্নাত ও আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা আর অপরাধীদের আসন্ন শাস্তি ও পাকড়াও সম্পর্কে সুস্পষ্ট সতর্ক করা এবং আমৃত্যু ইলমের প্রচার-প্রসার ও ইলম অনুযায়ী আমলের ধারা অব্যাহত রাখা।

এর পাশাপাশি একজন আলিমের জন্য জরুরি হলো, তার ইলমকে সকল প্রকার দোষত্রুটি এবং ক্লেদ থেকে মুক্ত রাখা, ইলমের একজন ধারক-বাহক হিসাবে নিজের শান এবং গায়রত অক্ষুণ্ণ রাখা। কোনোভাবেই ইলমের মর্যাদাহানি না করা, এই মর্যাদাপূর্ণ ইলমকে নিয়ে দুনিয়াবাসীর দুয়ারে দুয়ারে ছোটাছুটি করে ইলমকে হেয় এবং

---

১. *শরহু মুশকিলিল আসার : ৩২৮৭; আততামহিদ : ১৭*

www.nagorikpathagar.org

কালিমালিপ্ত না করা।

কোনটা প্রকৃত ইলম আর কোনটা অপ্রকৃত ও বাহ্যিক ইলম-দুনিয়ায় বসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ। দুনিয়ায় সবকিছুর ফায়সালা হয় বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে। এখানে কারও অন্তর চিড়ে ভেতরগত অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায় না। এ কারণেই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে পারিভাষিক 'মুনাফিক' আখ্যা দেওয়ার অবকাশ নেই। হ্যাঁ, বর্তমান পরিভাষায় 'যিন্দিক' এবং 'মুলহিদদের' 'মুনাফিক' বলা হয়- তা ভিন্ন কথা। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহয় যে 'মুনাফিক'-এর আলোচনা বার বার এসেছে, ওহির দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই 'মুনাফিক'কে চিহ্নিত করা এখন শুধু দুরূহই নয়; অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যারা ইলম আহরণের যথাযথ পন্থায় পূর্ববর্তী আলিমদের থেকে ইলম শেখে, আর তাদের যোগ্যতা, বিজ্ঞতা এবং প্রাজ্ঞতার ব্যাপারে সমকালীন বিদগ্ধ আলিম এবং ফকিহরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, বাহ্যত তাদের আলিম হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পূর্বে যেহেতু এভাবে ইলম অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক ধারা ও পদ্ধতি এবং নির্ধারিত মেয়াদি নেসাবের প্রচলন ছিল না, তাই কেউ যোগ্য আলিম হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য সমকালীন আলিমগণের স্বীকৃতির ঢের মূল্য ছিল।

বর্তমানকালে ইলমের অধঃপতনের যুগে তো আলিম হওয়ার মাপকাঠিই নির্ধারণ করা হয়েছে নেসাবের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করা। যে কেউ যেকোনো উপায়ে এই মেয়াদ পূর্ণ করে, তার নামের শুরুতেই আলিম অভিধা যুক্ত হয়ে যায়। ইসলামি শরিয়াহর বিশেষ পরিভাষা 'মুফতি' শব্দের ওপর অবিচারের মাত্রা এ যুগে এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে—ইতিহাস বোধহয় কখনো এরূপ ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেনি। এ সকল আলিমরূপীদের প্রকৃত অবস্থান নববি ইলম থেকে যোজন যোজন দূরে, উম্মাহর ধারাবাহিক চিন্তা-চেতনা থেকেও তারা একেবারে রিক্তহস্ত, এরপরও সমাজ তাদের আলিমদের সারিতেই গণ্য করে। যার ফলে পরে এদের দ্বারা ইলম এবং উলামার প্রচুর মর্যাদাহানি হয়। তারা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ইলম এবং উলামার গায়ে কালিমা লেপন করে—সবক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। তবে পাকার আগেই রং মেখে ফল বাজারে তোলা হলে তাতে ক্রেতামাত্রই বিভ্রান্ত হতে পারে—এটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। আর এতে বিস্ময়েরও কিছু নেই।

যারা প্রকৃত আলিম, কখনো তাদেরও পদস্খলন হয়। তবে পরিতাপের বিষয় হলো, একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী আলিম অর্থের লোভে পড়ে কিংবা পার্থিব মোহমুগ্ধ

www.nagorikpathagar.org

জীবনের তুচ্ছ স্বার্থের সামনে পরাজয়বরণ করে নিজেদের ইলমের সঙ্গে খিয়ানত ও দাগাবাজি করে বসে, তারা এই দুনিয়ার স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে নিজেদের দ্বীন ইমান এবং ইলমকে সহাস্যবদনে বিকিয়ে দেয়। তারা তাদের ইলমের দ্বারা আল্লাহর পরিবর্তে বান্দার সন্তুষ্টি কামনা করে কিংবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের প্রবৃত্তিকেই ইলাহ্ ও উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই শ্রেণির আলিমদের দ্বারা সমাজে সবচেয়ে বেশি ফিতনা বিস্তার লাভ করে এবং বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষ তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। ইলমের কারণে জনসাধারণ তাদের ওপর আস্থা রাখে, আর তারা এই আস্থার গলদ ব্যবহার করে তাদেরে বিপথে পরিচালিত করে।

*সুনানুদ্ দারিমি*তে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে, "এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে নিকৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "তোমরা আমাকে নিকৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরো না। আমাকে উৎকৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো।" তিনি তিন বার এ কথা বললেন। এরপর বললেন, "জেনে রেখো, সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো তারা, যারা আলিমদের মধ্যে নিকৃষ্ট আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো তারা, যারা আলিমদের মধ্যে উৎকৃষ্ট।"[২]

আলি ইবনু আবি তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, "অচিরেই মানবজাতির ওপর এমন এক কালের আবির্ভাব ঘটবে, যখন ইসলামের কিছুই বাকি থাকবে না—শুধু তার নাম ছাড়া। কুরআনের কিছুই বাকি থাকবে না—শুধু তার নকশা ছাড়া। তাদের মসজিদগুলো হবে জীবন্ত; কিন্তু তা হবে একেবারে হিদায়াতশূন্য। তাদের আলিমরা হবে আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণি। তাদের থেকেই ফিতনার উদ্ভব ঘটবে আর তাদের মাঝেই ফিতনার প্রত্যাবর্তন হবে।"[৩]

উমর ﵁ বলেন, "তুমি কি জানো, কোন জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করে? ইসলামকে ধ্বংস করে আলিমের বিচ্যুতি, আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিকের বিবাদ এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের ফায়সালা।"[৪]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ আল-উসায়মিন ﵀ অত্যন্ত সুন্দর বলেছেন, "প্রত্যেক আলিমই নির্ভরযোগ্য নয়। আলিম-উলামা সর্বমোট তিন শ্রেণির—উলামায়ে মিল্লাহ (মিল্লাতের আলিম), উলামায়ে দাওলাহ (রাষ্ট্রের আলিম), উলামায়ে উম্মাহ

---

২. *সুনানুদ্ দারিমি : ৩৭৩; হিলয়াতুল আওলিয়া : ৮৫২; তাখরিজু আহাদিসিল ইহইয়া : ১৬৭*

৩. *আলকামিল,* ইবনু আদি *: ৪/২২৭; যাখিরাতুল হুফফাজ : ৫/২৮০৮*

৪. *সুনানুদ্ দারিমি : ২২০*

www.nagorikpathagar.org

(জাতির আলিম)।

উলামায়ে মিল্লাহ (আল্লাহ আমাদের সকলকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন) তাদের বলা হয়, যারা মিল্লাতে ইসলাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ এর বিধানসমূহকে আঁকড়ে ধরে, এ ছাড়া অন্য কাউকে মোটেও পরোয়া করে না—সে যে-ই হোক না কেন।

উলামায়ে দাওলাহ সর্বদা শাসকের মর্জির প্রতি লক্ষ রাখে, তারা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে বিধিবিধান উদ্‌গিরণ করে, তারা সার্বিক চেষ্টা করে নুসুসের ঘাড় ধরে তাকে তার প্রয়োগক্ষেত্র থেকে সরিয়ে অন্যদিকে ফেরাতে, যাতে তা সে সকল শাসকবর্গের খেয়ালখুশির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এরাই হলো চরম ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রীয় উলামা।

আর উলামায়ে উম্মাহ মানুষের ঝোঁক-প্রবণতার দিকে লক্ষ রাখে। যদি মানুষেরা কোনো জিনিসের বৈধতার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে তারা সেটাকে হালাল ঘোষণা করে। আর যদি তারা কোনো জিনিসের নিষিদ্ধতার পক্ষে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তা হলে তারা সেটাকে হারাম বলে অভিহিত করে। তারা নুসুসকে সেদিকে ফেরায়, যা মানুষের খেয়ালখুশির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়।”[৫]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইমাম জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ুতি ﷺ (৮৪৯-৯১১ হিজরি) রচিত ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين এর অনূবাদ। আলোচ্য কিতাবে ইমাম সুয়ুতি ﷺ শাসকগোষ্ঠীর দরবারে যাতায়াতের ব্যাপারে হাদিসের আলোকে নববি চিন্তাধারা এবং আসারের আলোকে সালাফের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের কর্মপন্থা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। বইটির প্রতিটি পাতায় ফুটে উঠেছে অনেক অজানা তথ্য-উপাত্ত। সালাফের গ্রন্থাদির সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের জন্য এই গ্রন্থটি অবশ্যই সুখপাঠ্য হবে বলে আশা করি।

ওপরে সৎ আলিম এবং অসৎ আলিমের কথা উল্লিখিত হয়েছে। উভয় শ্রেণির আলিমদের সাথে সাধারণ জনগণকে পরিচিত করার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে যেহেতু সারা পৃথিবী দরবারি আলিমে ছেয়ে গেছে, যাদের সুকৌশলে বিছানো ফাঁদে পা দিয়ে হাজারো মানুষ অবচেতনে অহর্নিশ বিভ্রান্ত হচ্ছে। তা ছাড়া মিডিয়ার বদৌলতে এসব আলিমদেরই এখন রাজত্ব চলছে সর্বত্র।

---

৫. লিকাউল বাবিল মাফতুহ : ৪৯/১০

www.nagorikpathagar.org

পরিস্থিতি এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, যারাই শাসকের পদলেহন করবে, তারা নিরাপত্তার সঙ্গে প্রচুর অর্থবিত্তের মাঝে জীবন ধারণ করে পৃথিবীর বুকে বাঁচতে পারবে। আর যারা সত্যপ্রকাশে অকুতোভয় হওয়ার পরিচয় দেবে, তাদের কপালেই নেমে আসবে দুর্ভোগ। আখের কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠের একচিলতে জায়গায় তাদের ঠাঁই মিলবে।

আলোচ্য গ্রন্থটি পড়লে যেকোনো পাঠকের সামনে এ কথা ইন শা আল্লাহ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে সালাফেসালেহিন শাসকদের কাছে যাতায়াতকেই মন্দ নজরে দেখতেন। আলিমদের জন্য বিষয়টি তো আরও গুরুতর। শাসক যদি জালিম হয়, তা হলে তাদের কাছে যাতায়াত জুলমের পথে সহায়তার নামান্তর এবং অত্যন্ত গর্হিত ও মন্দ কাজ। আর শাসক যদি জালিম নাও হয়ে থাকে, তবুও তাদের কাছে যাতায়াত ফিতনার কারণ এবং অনেকের জন্য রীতিমতো নিন্দনীয়।

এখানে অবশ্য একটি কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইমাম সুয়ুতি ﷺ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে যে সকল শাসকদের প্রসঙ্গ টেনেছেন, তারা সকলেই ছিল মুসলিম শাসক। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের জীবনাচার অতি মন্দ হলেও তারা আল্লাহর হাকিমিয়্যাত (বিধানদাতা হওয়ার বিশেষণ)-কে অস্বীকার করত না, শরিয়াহর মাঝে বিকৃতি সাধন করত না, আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রেও তারা শরিয়াহর সার্বিক নির্দেশনা মেনে চলত, আইনপ্রয়োগে শৈথিল্য থাকলেও কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত আইনকে বুড়ো আঙুল প্রদর্শন করত না। এমনকি তাদের অসংখ্যজন দ্বীনের আলিম ছিল, শরিয়াহ সম্পর্কে যাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং বিস্তর জানাশোনা ছিল। তারা ব্যক্তিগত জীবনে পাপী ছিল ঠিক, কিন্তু তাদের পাপ ইসলামের সীমা অতিক্রম করেনি এবং তারা কুফর ও রিদ্দাহ্র চৌহদ্দিতে প্রবেশ করেনি।

জালিম ও ফাসিক শাসকের সাথেই যখন সালাফেসালেহিনের কর্মপন্থা এমন ছিল, তা হলে সে সকল শাসকের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, যারা আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে অস্বীকার করেছে। ইসলামি শরিয়াহকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। কুফফার গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করে মানবরচিত শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। ইসলামি আইনকানুন বিধিবিধান ও নীতিমালাকে রহিত করে কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক বিধান-সংবিধান অনুযায়ী শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করেছে।

www.nagorikpathagar.org

যারা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে নেমেছে—তাদের সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেছে এবং যাদের বেশি ঝুঁকির কারণ মনে করেছে—তাদের অস্তিত্বই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে কিংবা তাদের জীবনকে চূড়ান্ত পর্যায়ের অতিষ্ঠ করে ছেড়েছে? নিশ্চয়ই যারা এমন অপরাধে লিপ্ত—তারা এবং তাদের মদদদাতা ও সমর্থকরা যে ইসলামের সীমানা অতিক্রম করে কুফরের সীমানায় পা রেখেছে এবং চেতনে কিংবা অবচেতনে রিদ্দাহ্য় লিপ্ত হয়েছে—এ ব্যাপারে মুরজিয়াপন্থী ছাড়া প্রকৃত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্র অনুসারী হওয়ার দাবিদার কোনো সচেতন মুসলিমের দ্বিমত থাকতে পারে না। কারণ, তাদের কুফর এবং রিদ্দাহ্র বিষয়টা কোনো খারেজি মতবাদ নয়; বরং এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্র সর্বস্বীকৃত মত। স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

ইমাম সুয়ুতি ﵀ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা ও আলোচনা এনেছেন, তা জালিম কিংবা ফাসিক মুসলিম শাসকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কাফির কিংবা মুরতাদ শাসকের ব্যাপারে এ সকল আলোচনাকে প্রয়োগ করলে নিঃসন্দেহে তা হবে বিরাট জুলম, যা থেকে লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশক সকলেই দায়মুক্ত। কাফির-মুরতাদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়াহ আলাদা বিধান ও নীতিমালা দিয়েছে এবং মুসলিমদের জন্য তা মান্য করাকে অপরিহার্য করেছে। তাগুত এবং তাগুতের দোসরদের সাথে হৃদ্যতা কিংবা সম্প্রীতির বন্ধন গড়ার কোনোই অবকাশ নেই।

হিকমাহ্র ধোঁয়া তুলেও কেউ যদি এমন করে, তা হলে তার ব্যাপারে এ কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, নিজ হাতে সে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি এবং নববি ভাবধারাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকিদা 'আলওয়ালা ওয়াল বারা'এর নীতিকে সে স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করেছে কিংবা চেতনে বা অবচেতনে গলা থেকে ইসলামের রশিকে খুলে ফেলেছে। আদতে এরা কুরআনের কিছু অংশের প্রতি ইমান এনেছে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করেছে। তারা রহমান আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করেনি; বরং তারা নিজেদের নফসকেই ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। 'আদ-দ্বীনুল হানিফ' এবং 'মিল্লাতে ইবরাহিম'কে বিকিয়ে তারা দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইমাম সুয়ুতি ﵀ এর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে যেহেতু শুধু স্বার্থান্বেষী শাসকপক্ষীয় আলিমদের চিত্র উঠে এসেছে, তাই এর অব্যবহিত পরেই ইন শা আল্লাহ আমরা ইমাম আবু বকর আজুররি ﵀ (মৃত্যু : ৩৬০ হিজরি) রচিত *আখলাকুল উলামা*

www.nagorikpathagar.org

(উলামাচরিত) গ্রন্থটি পাঠকদের করকমলে তুলে দেওয়ার প্রয়াস পাব; যাতে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই পাঠকদের সামনে আসে এবং সচেতন পাঠকরা যেন তাগুতের দোসর কিংবা স্বার্থান্বেষী অসৎ দরবারি আলিমদের ফিতনা থেকে নিজেদের দ্বীন এবং ইমানকে সুরক্ষিত রাখতে পারে;

পাশাপাশি হাক্কানি রাব্বানি সৎ আলিমদের পরিচয় জেনে তাদের সংস্পর্শে গিয়ে নিজেদের জীবনকে দীপ্ত ও আলোকিত করতে পারে। আর সর্বাবস্থায় তালিবুল ইলম পাঠকরা যেন আগামীর যোগ্য কাণ্ডারিরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং এখন থেকেই নফস ও শয়তানের ধোঁকা থেকে নিরাপদ থাকার প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে লাভ করে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে।

আল্লাহ বলেন, "তোমরা আলিমদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা কোনো ব্যাপারে অবগত না থাকো।"[৬] বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা যে-সকল নুসখার ওপর নির্ভর করেছি দারুস সাহাবাহ লিততুরাস; পাণ্ডুলিপি, আলমাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ; পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট (PDF), মিম্বারুত তাওহিদ ওয়াল জিহাদ; নুসখা, আলমাকাতাবুশ শামিলাহ।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি ﷺ রচিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে যে-সকল জাল, ভিত্তিহীন এবং অপ্রমাণিত বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছিল, আমরা সবশ্রেণির পাঠকের কথা বিবেচনা করে অনুবাদ থেকে সে-সকল বর্ণনা বাদ দিয়ে দিয়েছি। যা-কিছু হাদিস-বিশারদগণের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এবং যার বর্ণনাসূত্র মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে প্রমাণিত, আমরা এ গ্রন্থে শুধু তা-ই উল্লেখ করেছি।

মহান আল্লাহ ﷻ এর কাছে প্রত্যাশা, তিনি যেন এই গ্রন্থটিকে কবুল করে নেন, এর প্রকাশনার সঙ্গে যারা যেভাবে জড়িত—সকলকে উত্তম বিনিময় দান করেন এবং তিনি এর দ্বারা সকল শ্রেণির পাঠককে উপকৃত করেন। আমিন।

আপন রবের দয়া ও অনুগ্রহপ্রত্যাশী

আলী হাসান উসামা

alihasanosama.com

৬. সুরা নাহল (১৬) : ৪৩; সুরা আলআম্বিয়া (২১): ৭

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

শাসকের দরবারে যাতায়াত পরিহারে রাসূলুল্লাহর নির্দেশনা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নববি সুন্নাহর দর্পণে শাসকদের কাছে যাতায়াতের নিষিদ্ধতা

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যে-ব্যক্তি মরুচারী যাযাবর জীবনযাপন করে, সে রুক্ষ স্বভাবের অধিকারী হয়ে যায়। যে শিকারের পেছনে ছোটে, সে উদাসীন হয়ে পড়ে। আর যে শাসকদের কাছে যাতায়াত করে, সে ফিতনায় পতিত হয়।"[৭]

(২) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

"যে-ব্যক্তি মরুচারী যাযাবর জীবনযাপন করে, সে রূঢ় চিত্তাধিকারী হবে। যে শিকারের পিছু নেবে, সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি শাসকের দুয়ারে উপস্থিত হবে, সে ফিতনায় আক্রান্ত হবে। আর যে ব্যক্তি শাসকের যত ঘনিষ্ঠ হবে, সে আল্লাহর থেকে তত বেশি দূরে সরবে।"[৮]

(৩) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যে-ব্যক্তি মরুচারী যাযাবর জীবনযাপন করে, সে হয় কঠোর। যে শিকারের পেছনে ঘোরে, সে হয় গাফিল। আর যে শাসকদের দরজায় যায়, সে ফিতনায় নিপতিত হয়। শাসকের সঙ্গে যার নৈকট্য যত বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর থেকে তার দূরত্ব তত বেশি বেড়ে যায়।"[৯]

সৃষ্টজীবের মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য শ্রেণি

(৪) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সৃষ্টজীবের মধ্যে অন্যতম ঘৃণ্য শ্রেণি হলো এমন

---

৭. *মুসনাদু আহমাদ : ১/৩৫৭, ৩৩৫২; সুনানু আবি দাউদ : ২৮৫৯; সুনানুত তিরমিযি : ২২৫৬; সুনানুন নাসায়ি : ৭/১৯৫-১৯৬, ৪৩০৯; আততারিখুল কাবির,* বুখারি *: ৯/৭০; আলমু'জামুল কাবির,* তাবারানি *: ১১০৩০; হিলয়াতুল আওলিয়া : ৪/৭২, ৪৯১৯*

৮. *সুনানুল বায়হাকি : ১০/১০১; মুসনাদু ইসহাক ইবনু রাহুওয়াহ : ৩৭১*

৯. *প্রাগুক্ত*

www.nagorikpathagar.org

কারীরা, যারা আমিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে।”[১০]

(৫) আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“যখন তুমি কোনো আলিমকে দেখবে যে, সে শাসকগোষ্ঠীর সাথে অধিক পরিমাণে মেলামেশা করছে, তখন তুমি জেনে রেখো, সে একটা চোর।”[১১]

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“নিশ্চয়ই আমার উম্মাহর একশ্রেণির মানুষ দ্বীনের ফিকহ অর্জন করবে, কুরআন পাঠ করবে এবং তারা বলবে যে, আমরা শাসকদের কাছে গমন করব, অনন্তর তাদের পার্থিব ধনসম্পদের কিছু হিস্‌সা লাভ করব, এরপর নিজেদের দ্বীন বাঁচিয়ে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। এটা কখনোই হবার নয়। কাঁটাদার উদ্ভিদ থেকে যেমন কাঁটা ছাড়া অন্য কিছু সংগ্রহ করা অসম্ভব, তেমনই শাসকদের নৈকট্য থেকে গুনাহ ছাড়া অন্য কিছু আহরণ করা অসম্ভব।”[১২]

(৭) রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আযাদকৃত দাস সাওবান ﷺ থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন,

“হে আল্লাহর রাসুল, আমি কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত?” তখন তিনি চুপ থাকলেন। এরপর তৃতীয় বারে তিনি বললেন, “হাঁ, যাবৎ না তুমি ‘সুদ্দাহ’র দুয়ারে দাঁড়াবে অথবা কোনো কিছু চাওয়ার জন্য শাসকের কাছে গমন করবে।”

হাফিজ মুনযিরি ﷺ *আততারগিব ওয়াত তারহিব* গ্রন্থে বলেন, “এখানে ‘সুদ্দাহ’ শব্দ দ্বারা শাসক এবং এই শ্রেণির অন্যান্যদের দুয়ার উদ্দেশ্য।”[১৩]

---

১০. সুনানুত তিরমিযি : ২৩৮৩; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৫৬; ইবনু ‘আদি : ৫/১৫২৭; আততারগিব ওয়াত তারহিব : ১/৫১; মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১০/৩৮৮; আললা’আলিল মাসনু‘আহ : ২/২৪৫; তানযিহুশ শারিয়াহ : ২/৩৮৫; যায়িফুল জামি‘: ২৪৫৯

১১. আলফিরদাউস : ১০৭৭; যায়িফুল জামি‘ : ৫০০; আসসিলসিলাতুয যায়িফাহ : ২৫২৬

১২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৫৫; কানযুল উম্মাল : ২৮৯৮৮

১৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৫৫; কানযুল উম্মাল : ২৮৯৮৮

www.nagorikpathagar.org

শাসকের দরবারে অনুপ্রবেশকারী আলিম কি হাউজে কাউসারে অবতরণ করতে পারবে?

(০৮) কা'ব ইবনু উজরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আমার পরে অনেক শাসকের আবির্ভাব ঘটবে। তো যে কেউ তাদের দরবারে অনুপ্রবেশ করবে, তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে এবং তাদেরকে তাদের জুলমে সহযোগিতা করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়, আর আমি তার দলভুক্ত নই। সে হাউজে আমার কাছে অবতরণ করবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের দরবারে অনুপ্রবেশ করবে না, তাদেরকে তাদের জুলমে সহযোগিতা করবে না এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেবে না, সে আমার দলভুক্ত এবং আমি তার দলভুক্ত। সে হাউজে কাউসারে আমার কাছে অবতরণ করবে।"[১৪]

(০৯) আবু সাইদ খুদরি ﷺথেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"এমন অনেক শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে ধোঁকাবাজ এবং ভিতু লোকেরা। তারা মিথ্যা বলবে এবং অত্যাচার করবে। যে ব্যক্তি তাদের দরবারে যাবে, তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে এবং তাদেরকে তাদের জুলমে সহায়তা করবে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত এবং সে আমার থেকে দায়মুক্ত। আর যে তাদের দরবারে যাবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেবে না, তাদের জুলমে সহযোগিতা করবে না, সে আমার অন্তর্ভুক্ত আর আমি তার অন্তর্ভুক্ত।"[১৫]

(১০) জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"খুব শীঘ্রই আমার পরে এমন কিছু শাসক আবির্ভূত হবে, যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে গিয়ে তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে এবং তাদের অত্যাচারে সহায়তা করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।

আর সে হাউজে কাউসারে আমার সামনে পৌঁছতে পারবে না। আর যে

১৪. *মুসনাদু আহমাদ : ১৮১২৬; সুনানুত তিরমিযি : ৬০৯, ২৩৬০; সুনানুন নাসায়ি : ৭/১৬১; সহিহ ইবনু হিব্বান : ১/২৪৮, ২৫০-২৫১; মুসতাদরাকু হাকিম : ১/৭৯; আসসুন্নাহ,* ইবনু আবি 'আসিম *: ৭৫৮; আলমু'জামুল কাবির,* তাবারানি *: ১৯/১৩৪, ১৩৫*

১৫. *প্রাগুক্ত।*

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে যাবে না, তাদের অত্যাচারে সহায়তা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে না, সে আমার এবং আমিও তার। আর সে অতি শীঘ্রই হাউজে কাউসারে আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে।”[১৬]

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই আমার পরে এমন কিছু শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যে তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে এবং তাদের অত্যাচারে সহযোগিতা করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই। আর সে হাউজে কাউসারে আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। আর যে তাদের সংস্পর্শে যাবে না, তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে না, তাদের অত্যাচারে সহযোগিতা করবে না এবং তাদের দরজা মাড়াবে না, সে আমার এবং আমিও তার। আর সে অতিশীঘ্রই হাউজে কাউসারে আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে।”[১৭]

শাসকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত আলিম পরকালে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে

(১২) মুআজ ইবনু জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“যখন কোনো ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, দ্বীনের ফিকহ অর্জন করে এরপর চাটুবৃত্তির উদ্দেশ্যে কোনো শাসকের দরবারে তার অধিকারভুক্ত সম্পদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে আনাগোনা করে, তখন সে তার পদচারণা পরিমাণ জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়।”[১৮]

শেষ যামানার আলিমদের কিছু বৈশিষ্ট্য

(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“শেষ যামানায় এমন সব আলিমের আবির্ভাব ঘটবে, যারা মানুষদের

---

১৬. *প্রাগুক্ত।*

১৭. *প্রাগুক্ত।*

১৮. *মুসনাদুল ফিরদাউস,* দাইলামি *: ১১২৪; ইতহাফুস সাদাহ : ৬/১২৬; আসসিলসিলাতুয যায়িফাহ : ২১৯১*

www.nagorikpathagar.org

আখিরাতের ব্যাপারে উৎসাহী করবে অথচ নিজেরা উৎসাহিত হবে না; যারা মানুষদের দুনিয়ার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী করবে অথচ নিজেরা অমুখাপেক্ষী হবে না; যারা শাসকদের দরবারে আনাগোনা করতে বারণ করবে অথচ নিজেরা নিবৃত্ত হবে না।”[১৯]

(১৪) উমর ইবনু খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমিরদের পছন্দ করেন, যখন তারা আলিমগণের সংস্পর্শে যায়। আর তিনি আলিমদের অপছন্দ করেন, যখন তারা আমিরদের সঙ্গে মিলিত হয়। কেননা, আলিমরা যখন আমিরদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তারা দুনিয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়ে। আর আমিররা যখন আলিমদের সংস্পর্শে যায়, তখন তারা আখিরাতের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে থাকে।”[২০]

(১৫) হাসান ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“এই উম্মাহ ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর আশ্রয় এবং তত্ত্বাবধানে থাকবে, যতদিন তাদের কারীগণ আমিরদের প্রতি আকৃষ্ট না হবে।”[২১]

(১৬) আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“তোমরা ধনী সম্প্রদায়ের কাছে যাতায়াত কম করো। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করার জন্য এটাই অধিকতর উপযোগী।”[২২]

(১৭) উমর ইবনু খাত্তাব ﷺ বলেন,

“রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তার চেহারায় ক্রোধের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি তার দাড়িতে হাত রেখে বললেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তার কাছেই ফিরে যাব।) আমার কাছে জিবরিল ﷺ এসে বললেন, ‘আপনার পরে অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আপনার উম্মাহ ফিতনায় নিপতিত হবে।’ আমি বললাম, ‘এই ফিতনার

---

১৯. *মুসনাদুল ফিরদাউস*, দাইলামি : ৩৪২২; *ইতহাফুস সাদাহ* : ৬/১২৬

২০. *মুসনাদুল ফিরদাউস*, দাইলামি : ৫৬৬; *কাশফুল খাফা* : ২/২৪৪; *ইতহাফুস সাদাহ* : ৬/১২৫

২১. *মুসনাদুল ফিরদাউস*, দাইলামি : ৭৫৯৫; *তাখরিজু আহাদিসিল ইহইয়া*, ইরাকি : ২/১৪৯

২২. *আলমুসতাদরাক লিল হাকিম* : ৪/৩১২; *আলকামিল*, ইবনু ‘আদি : ৬/১৪৪; *আযযু‘আফাউল কাবির*, উকায়লি : ৩/৩২৭; *যাখিরাতুল হুফফায*, ইবনুল কায়সারানি : ১/৪৪২; *আততারগিব ওয়াত তারহিব* : ৪/১৬৬; *মিযানুল ই‘তিদাল* : ৩/১৬৪; *লিসানুল মিযান* : ৬/৪৫

www.nagorikpathagar.org

সূত্রপাত কিসের থেকে হবে?' তিনি বললেন, 'তাদের আলিম এবং শাসকদের তরফ থেকে হবে।

শাসকরা মানুষদের তাদের প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করবে, জনসাধারণকে তাদের হক প্রদান করবে না, আর আলিমরা শাসকদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে।' আমি বললাম, 'হে জিবরিল, তাদের মধ্যে যারা নিরাপদ থাকবে, তারা কোন জিনিসের দ্বারা নিরাপদ থাকবে?' তিনি বললেন, 'বিরত থাকার মাধ্যমে এবং সবরের মাধ্যমে। তাদের যদি তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করা হয়, তা হলে তারা তা গ্রহণ করে নেয়। আর যদি তাদের বঞ্চিত করা হয়, তা হলে তারা তা ছেড়ে দেয়।"'[২৩]

ফিতনার শাসকবৃন্দ

(১৮) আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আমার পরে এমনসব শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের দুয়ারে উট বসার জায়গার মতো ফিতনা থাকবে। তারা কাউকে কোনো কিছু প্রদান করলে তার থেকে সে পরিমাণ দ্বীন গ্রহণ করে নেবে।"[২৪]

(১৯) আবুল আ'ওয়ার আসসুলামি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমরা শাসকের দুয়ার এবং তার অনুচরবর্গ থেকে দূরে থাকো। কেননা, যে তাদের অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত, সে আল্লাহর থেকে অধিক দূরবর্তী। যে শাসককে আল্লাহর ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তার অন্তরে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফিতনা সৃষ্টি করে দেন, তার থেকে তাকওয়া ছিনিয়ে নেন, আর তাকে অস্থিররূপে ছেড়ে রাখেন।"[২৫]

সে সকল দুর্ভাগা মানুষের বৃত্তান্ত, যারা দুনিয়ার জন্য দ্বীনের

---

২৩. *আসসুন্নাহ,* ইবনু আবি আসিম *:৩০৩; আলইলালুল মুতানাহিয়াহ : ২/৩৬৮; মুসনাদুল ফারুক,* ইবনু কাসির*: ২/৬৫৯; তাহযিবুত তাহযিব : ৭/৪৪৫; তালখিসুল ইলালিল মুতানাহিয়াহ : ৩১৩; লিসানুল মিযান : ৬/৯৭*

২৪. *আলমুসতাদরাক লিল হাকিম : ৩/৬৩৩; মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ৫/২৪৯*

২৫. *কানযুল উম্মাল : ৬/৭০; আখবারু আসবাহান,* আবু নুয়াইম *: ২/৪২; তালখিসুল মুতাশাবিহ,* আলখাতিব আলবাগদাদি *: ১/৩৪১; তাখরিজু ফাযিলাতিল 'আদিলিন : ১৭৭*

www.nagorikpathagar.org

ফিকহ অর্জন করে

(২০) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"আমার পরে আমার উম্মাহর মধ্যে এমন কাওমের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, দ্বীনের ফিকহ অর্জন করবে, এরপর শয়তান তাদের কাছে এসে বলবে, 'যদি তোমরা শাসকের কাছে গমন করতে, তা হলে শাসক তোমাদের দুনিয়া ঠিক করে দিত, অনন্তর তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের থেকে সরে পড়তে।' এটা কখনো হবার নয়। কাঁটাদার উদ্ভিদ থেকে যেমন কাঁটা ছাড়া অন্য কিছু সংগ্রহ করা অসম্ভব, তেমনই শাসকগোষ্ঠীর নৈকট্য থেকে গুনাহ ছাড়া অন্যকিছু আহরণ করা অসম্ভব।"[২৬]

২৬. *আলফাওয়ায়িদ : ৩৬১; তাহযিবুল কামাল : ২০৮৮; আলজামিউস সাগির,* সুয়ুতি : ৪৭৭৮

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসকের দরবারে যাতায়াতের ক্ষতি ও পরিণতি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

চাটুবৃত্তির মানসে শাসকের কাছে গমনকারীর বিধান

(২১) উবায়দুল্লাহ ইবনু উমায়র ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"কোনো ব্যক্তি শাসকের যত বেশি নৈকট্য অর্জন করবে, সে আল্লাহর থেকে তত বেশি দূরে সরবে।"[২৭]

(২২) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি শাসকের এক হাত নৈকট্য অর্জন করবে, আল্লাহ তার থেকে দু-হাত দূরে সরবেন।"[২৮]

(২৩) আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি চাটুবৃত্তির মানসে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোনো অত্যাচারী শাসকের দরবারে সাক্ষাৎ এবং সালামপ্রদানের উদ্দেশ্যে গমন করে, সে তার পদক্ষেপ-পরিমাণ জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়-যতক্ষণ না সে শাসকের দরবার ছেড়ে নিজ ঘরে ফিরে আসে। আর যদি সে শাসকের খেয়ালখুশির প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে অথবা তার শক্তি জোগায়, তা হলে শাসকের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যেকোনো লানত পতিত হবে, তার ওপরও অনুরূপ লানত ফিরে আসবে। জাহান্নামে সেই শাসক যত ধরনের আযাব প্রাপ্ত হবে, সেও তার অনুরূপ আযাবে আক্রান্ত হবে।"[২৯]

(২৪) আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, দ্বীনের ফিকহ অর্জন করবে এরপর শাসনক্ষমতার অধিকারী কারও কাছে তার অধিকারভুক্ত সম্পদের প্রতি লালায়িত হয়ে গমন করবে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হবে, তাকে প্রতিদিন এমন দু-ধরনের আযাব প্রদান করা হবে, যার পূর্বে তাকে সে ধরনের আযাব প্রদান করা হয়নি।"[৩০]

---

২৭. *আযযুহদ*, হান্নাদ ইবনুস সারি *: ৫৯৭; হিলয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৪৭*

২৮. *ইতহাফ : ৬/১২৮, ১৩৯*

২৯. *কানযুল 'উম্মাল : ১৪৯৫৪; ইতহাফ : ৬/১২৬*

৩০. *কানযুল 'উম্মাল : ২৯০৬৮; ইতহাফ : ৬/১২৬*

www.nagorikpathagar.org

(২৫) মুআজ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"যে কুরআন পাঠ করল, দ্বীনের ফিকহ অর্জন করল, এরপর কোনো শাসকের দরবারে গমন করল, সে তার পদক্ষেপ-পরিমাণ জাহান্নামে প্রবিষ্ট হলো।"[৩১]

(২৬) বানু সালমা গোত্রের একজন সাহাবি ﷺ বর্ণনা করেন যে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শাসকদের দুয়ার থেকে সাবধান!"[৩২]

শাসকগোষ্ঠীর সাথে ওঠাবসা করার ব্যাপারে সতর্কবাণী

(২৭) আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"তোমরা শাসকদের সাথে ওঠাবসা করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, তা হলো দ্বীনের বিলুপ্তির নামান্তর। তোমরা তাদের সহযোগিতা প্রদান করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, তোমরা তাদের কর্মের স্তুতি করতে পারো না।"[৩৩]

(২৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"অচিরেই এমনসব শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের কতক কর্মের সঙ্গে তোমরা পরিচিত থাকবে আর কতক কর্মকে অজ্ঞাত হিসাবে পাবে। যে তাদের বিরোধিতা করবে, সে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। যে তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে, সে নিরাপদ থাকবে। আর যে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, সে ধ্বংস হবে।"[৩৪]

(২৯) আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ বলেন,

"তোমরা শাসকের দুয়ার থেকে দূরে থাকো।"[৩৫]

---

৩১. *প্রাগুক্ত*

৩২. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ৫/২৪৬; মুসনাদুল ফিরদাউস,* দাইলামি *: ১/৩৪৫; আলমা'রিফাহ,* ইবনু মানদাহ *: ২/৬২; ইবনু 'আসাকির : ১৩/১৩২; ইতহাফুস সাদাহ : ৬/১২৬*

৩৩. *মুসনাদুল ফিরদাউস,* দাইলামি *: ১৫৩৬*

৩৪. *আলমু'জামুল কাবির,* তাবারানি *: ১০৯৭৩; মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ৫/২২৮; সহিহুল জামি' : ৩৬৬১*

৩৫. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ৫/২৪৬; মুসনাদুল ফিরদাউস,* দাইলামি *: ১/৩৪৫; আলমা'রিফাহ,*

www.nagorikpathagar.org

(৩০) আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"আমার উম্মাহর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনুসারী তারা, যারা শাসকদের দুয়ারের কাছেও গমন করে না।"[৩৬]

(৩১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"নিশ্চয়ই শাসকের দুয়ারে উটের বসার জায়গার মতো অনেক ফিতনা রয়েছে। তোমরা তাদের দুনিয়ার কিছু অংশ লাভ করলে তারা তোমাদের দ্বীনের সমপরিমাণ অংশ লাভ করে বসবে।"[৩৭]

(৩২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"যে তার দ্বীনকে মর্যাদাবান রাখতে চায়, সে যেন শাসকের দরবারে গমন না করে, নারীদের সঙ্গে নিভৃতে মিলিত না হয় এবং প্রবৃত্তিপূজারিদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হয়।"[৩৮]

শাসকের দরবারে আনাগোনাকারী তার দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ততায় নিক্ষেপকারী

(৩৩) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"ব্যক্তি শাসকের দরবারে এমতাবস্থায় প্রবেশ করে যে, তার সঙ্গে তার দ্বীন থাকে। অনন্তর সে বেরিয়ে আসে এমন অবস্থায় যে, তার সঙ্গে আর কিছুই থাকে না।"[৩৯]

(৩৪) সালামাহ ইবনু নাবিত ﷺ বলেন, আমি আমার বাবাকে বললাম (উল্লেখ্য, তিনি নবি ﷺ কে দেখার এবং তার থেকে হাদিস শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন),

"হে আমার বাবা, যদি তুমি এই শাসকের কাছে গমন করতে, তা হলে

ইবনু মানদাহ : ২/৬২; ইবনু 'আসাকির : ১৩/১৩২; ইতহাফুস সাদাহ : ৬/১২৬

৩৬. *মুসনাদুল ফিরদাউস*

৩৭. *জামি'উ বায়ানিল ইলম : ২৬০*

৩৮. *সুনানুদ দারিমি : ১/৩৪১, ৩০৯*

৩৯. *আততারিখুল কাবির,* বুখারি *: ১/৪৪৩; তাম্বিহুল গাফিলিন,* সামারকান্দি *: ৪১৩*

www.nagorikpathagar.org

অর্থসম্পদের অধিকারী হতে এবং তোমার সম্প্রদায়ও তোমার ডানায় ভর করে কিছু ধনসম্পদ লাভ করত!" তিনি আমাকে বললেন,

"বৎস, আমি তাদের সাথে এমন মজলিসে বসার ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করি, যা আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।"[৪০]

তালিবে ইলমদের আভ্যন্তরিক কতিপয় নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য

(৩৫) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি চার উদ্দেশ্যে ইলম তলব করবে, সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে—ইলমকে ব্যবহার করে আলিমদের সঙ্গে গৌরবার্জনের প্রতিযোগে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য, কিংবা এর দ্বারা মূর্খদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করার মানসে অথবা জনসাধারণের দৃষ্টি তার দিকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে কিংবা এর মাধ্যমে শাসকদের থেকে কিছু লাভ করার স্বপ্নে।"[৪১]

(৩৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যদি ইলমের অধিকারীরা ইলমকে সুরক্ষিত রাখত এবং ইলমকে তার যথাযথ পাত্রে প্রতিস্থাপন করত, তা হলে এর মাধ্যমে অবশ্যই তারা নিজ যুগের অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিত। কিন্তু তারা এই ইলমকে দুনিয়াবাসীর জন্য ব্যয় করেছে—পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য। ফলে তারা দুনিয়াবাসীদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি তোমাদের নবি ﷺ কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করে—আখিরাতের চিন্তায়, আল্লাহ তার দুনিয়ার বিষয়আশয়, যা তাকে চিন্তাগ্রস্ত করতে পারে—তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে, সে যেকোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহর কোনো পরোয়া নেই।"[৪২]

৪০. *আততাবাকাহ*, ইবনু সা'দ : ৬/৩০

৪১. *সুনানুদ দারিমি* : ১/৩৭৪, ৩৭৯

৪২. *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৫৭, ৪১০৬; *আলমুসতাদরাক লিল-হাকিম* : ২/৪৪৩, ৪/৩১০; *আলকামিল*, ইবনু 'আদি : ৬/২৫২২

www.nagorikpathagar.org

(৩৭) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ বলেন,

“শুনে রাখো, তোমাদের কেউ যেন শাসকের উদ্দেশে এক বিঘত পরিমাণ পদক্ষেপও না ফেলে।”[৪৩]

তোমরা ফিতনার ক্ষেত্র থেকে দূরত্ব বজায় রাখো

(৩৮) হুযাইফা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“তোমরা ফিতনার জায়গাগুলো থেকে দূরে থাকো। জিজ্ঞাসা করা হলো, ফিতনার জায়গাগুলো কী? তিনি বললেন, শাসক এবং নেতাদের দুয়ার—তোমাদের কোনো ব্যক্তি আমিরের দরবারে গমন করে, তার মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয় এবং তার ব্যাপারে এমনসব কথা বলে, যা তার ভেতর নেই।”[৪৪]

(৩৯) আবু উমামা আল-বাহেলি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“আল্লাহর কাছে সৃষ্টজীবের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত হলো এমন ব্যক্তি, যে আমিরদের সঙ্গে ওঠাবসা করে। আমিররা যেসব অত্যাচার ও অন্যায়মূলক কথা বলে, সে তাদের সে সকল বিষয়কে সত্যায়ন করে।”[৪৫]

আতা ﵀ এর উদ্দেশে ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ ﵀ এর নাসিহাহ

(৪০) ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ ﵀ বলেন,

“হে আতা, তুমি শাসকের দুয়ার থেকে দূরে থাকো। কেননা, শাসকের দুয়ারে উটের বসার জায়গার মতো অনেক ফিতনা থাকে। তুমি তাদের দুনিয়ার কিছু অংশ লাভ করলে পরিণামে শাসকরা তোমার দ্বীনের সমপরিমাণ অংশ লাভ করে

---

৪৩. *আলমুসান্নাফ*, ইবনু আবি শায়বা *: ১৯৫৭৯; হিলয়াতুল আওলিয়া*, আবু নুয়াইম *: ১/২৭৭*

৪৪. *হিলয়াতুল আওলিয়া*, আবু নুয়াইম *: ১/২৭৭; জামি‘উ বায়ানিল ইলম*, ইবনু আব্দিল বার *: ১/২৬০; তাম্বিহুল গাফিলিন : ৪১৩; তাখরিজু আহাদিসিল ‘আদিলিন*, সাখাবি *: ৯৭*

৪৫. *মুসনাদুল ফিরদাউস : ১৪৫৬; কানযুল ‘উম্মাল : ৪৩৭৬১; ইতহাফুস সাদাহ : ৬/১২৭।*

www.nagorikpathagar.org

বসবে।"[৪৬]

(৪১) সালামাহ ইবনু কায়স ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু যর ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি বললেন,

"হে সালামাহ ইবনু কায়স, তিনটি বিষয় স্মরণ রেখো—তুমি সতিনদের মাঝে সম্মিলন কোরো না; কারণ আগ্রহ থাকলেও তুমি ইনসাফ করতে পারবে না। তুমি সাদাকাহ উশুলের কাজ কোরো না; কেননা সাদাকাহ উশুলকারীর বেশ-কম হয়ে থাকে। কোনো শাসকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোয়ো না; কেননা তুমি তার দুনিয়ার কিছু অংশ লাভ করবে আর সে তার বিনিময়ে তোমার সমপরিমাণ দ্বীনকে—যা তার থেকে অনেক উত্তম—আক্রান্ত করবে।"[৪৭]

(৪২) আইয়ুব আসসাখতিয়ানি ﷺ থেকে বর্ণিত, আবু কিলাবাহ ﷺ বলেন,

"তুমি আমার থেকে তিনটি অভ্যাসের কথা মুখস্থ করে রাখো। শাসকের দুয়ার থেকে দূরে থাকো, প্রবৃত্তিপূজারিদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করো, আর সাধারণ মানুষদের সঙ্গ আঁকড়ে থাকো; কারণ অমুখাপেক্ষিতা আসে নিরুপদ্রব থেকে।"[৪৮]

তুমি কোনো বিদআতির সঙ্গে ওঠাবসা কোরো না

(৪৩) ইউনুস ইবনু উবায়দ ﷺ বলেন,

"তুমি কোনো বিদআতির সঙ্গে এবং কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তির সঙ্গে ওঠাবসা কোরো না। আর কোনো নারীর সঙ্গে নিভৃতে একান্ত হোয়ো না।"[৪৯]

(৪৪) ফাযল ইবনু আব্বাস ﷺবলেন,

"আমরা শাসককে পরিহার করে চলার শিক্ষা নিতাম ঠিক সেভাবে, যেভাবে

---

৪৬. *হিলয়াতুল আওলিয়া : ৪/৯৩*

৪৭. *আলমুসান্নাফ,* ইবনু আবি শায়বা *: ১৯৫৭৮*

৪৮. *জামি'উ বায়ানিল ইলম, ইবনু* 'আব্দিল বার *: ২৫৭; হিলয়াতুল আওলিয়া,* আবু নুয়াইম *: ২/২৮৬-২৮৭; সুনানুদ দারিমি : ১/১০৮*

৪৯. *হিলয়াতুল আওলিয়া,* আবু নুয়াইম *: ৩/২১; আসসিয়ার, যাহাবি : ৬/২৯৩; সিফাতুস সাফওয়াহ,* ইবনুল জাওযি *: ৩/৩০৭*

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের শিক্ষা নিয়ে থাকি।"[৫০]

(৪৫) ইউসুফ ইবনু আসবাত ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফয়ান সাওরি ﷺ আমাকে বললেন,

"তুমি যখন কোনো আলিমকে শাসকের সাথে লেগে থাকতে দেখবে, তখন তুমি জেনে রেখো যে, সে একটা চোর। আর যখন তুমি কোনো আলিমকে বিত্তশালী লোকদের দুয়ারে দুয়ারে ফিরতে দেখবে, তখন তুমি জেনে রেখো যে, সে একজন লৌকিকতা প্রদর্শনকারী। প্রবঞ্চিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকো। তোমাকে বলা হবে যে, তুমি জু লম প্রতিহত করছ অথবা কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার দূর করছ। নিশ্চয়ই এটা ইবলিসের ধোঁকা, যা সে আলিমদের জন্য ধাপ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।"[৫১]

(৪৬) আবু শিহাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফয়ান সাওরি ﷺ কে এক ব্যক্তির উদ্দেশে বলতে শুনেছি,

"তারা যদি তোমাকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়ার জন্য আহ্বান করে, তা হলে তুমি তাদের কাছে গমন কোরো না।" আবু শিহাব ﷺ কে বলা হলো, "আপনি কাকে বোঝাচ্ছেন?" তিনি বললেন, "শাসক।"[৫২]

(৪৭) ইমাম মালিক ইবনু আনাস ﷺ বলেন,

"আমি প্রায় গোটা বিশেক তাবেয়িকে এমন পেয়েছি, যারা বলেন, 'তোমরা তাদের কাছে গমন কোরো না এবং তাদের কোনো নির্দেশ কোরো না।'" তিনি এখানে শাসকের কথা বোঝাচ্ছেন।[৫৩]

তুমি খেয়ালখুশি এবং বিবাদ-বিসংবাদ থেকে দূরে থাকো

(৪৮) আহমাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন লোককে সুফয়ান সাওরি ﷺ কে সম্বোধন করে বলতে শুনলাম যে, আমাকে নসিহত

---

৫০. শু'আবুল ইমান, বায়হাকি *: ৮৭৯৭*

৫১. হিলয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৮৭

৫২. হিলয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৭৬

৫৩. সুনানুল বায়হাকি

www.nagorikpathagar.org

করুন। তখন তিনি বললেন,

"তুমি প্রবৃত্তি থেকে সাবধান থাকো। তুমি শাসকের থেকে দূরে থাকো।"[৫৪]

(৪৯) বাকর ইবনু মুহাম্মাদ আল-'আবিদ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফয়ান সাওরি ﵀ কে বলতে শুনেছি,

"নিশ্চয়ই জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে, জাহান্নাম যার থেকে প্রতিদিন সত্তর বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তাআলা সেই জাহান্নামকে শাসকদের সাথে সাক্ষাৎকারী আলিমদের জন্য প্রস্তুত করেছেন।"[৫৫]

(৫০) হিশাম ইবনু 'আব্বাদ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাফর ইবনু মুহাম্মাদ ﵀ কে বলতে শুনেছি,

"ফকিহরা রাসুলগণের কর্মসম্পাদক। যখন তুমি ফকিহ্দের শাসকদের প্রতি ঝুঁকে যেতে দেখবে, তখন তাদের অভিযুক্ত করবে।"[৫৬]

(৫১) জাবির ইবনু হাইয়ান ﵀ থেকে বর্ণিত, তাকে বলা হলো, "কী হয়েছে আপনার? আপনি শাসকের দরবারে যান না কেন?" তিনি বললেন,

"আমি যে জিনিসের জন্য তাদের ত্যাগ করেছি, তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট।"[৫৭]

(৫২) কা'নাবি ﵀ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ইসা ইবনু মুসা ﵀ (তিনি তখন কুফার আমির) ইবনু শুবরামা ﵀ কে লক্ষ্য করে বললেন,

"কী হয়েছে তোমার? আমাদের কাছে আসো না কেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ আপনার ইসলাহ্ করুন। যদি আমি আপনার কাছে আসি, অনন্তর আপনি আমাকে আপনার নিকটবর্তী করেন, তা হলে আপনি আমাকে ফিতনায় ফেলে দিলেন। আর যদি আমাকে দূরে সরিয়ে দেন, তা হলে আমাকে কষ্টে ফেললেন। আমার কাছে এমন কিছু নেই, যার ব্যাপারে আমি শঙ্কাবোধ করি। আর আপনার কাছে এমন কিছু নেই, আমি যার প্রত্যাশা করতে পারি।" তখন তিনি এর প্রত্যুত্তরে আর কিছু বললেন

---

৫৪. *হিলয়াতুল আওলিয়া* : ৭/২৮

৫৫. *জামি'উ বায়ানিল ইলম*, ইবনু আব্দিল বার : ২৫৭

৫৬. *হিলয়াতুল আওলিয়া* : ৩/১৯৪

৫৭. *আততারিখ*, ইবনু নাজ্জার

www.nagorikpathagar.org

না।[৫৮]

(৫৩) আব্দুল্লাহ ইবনুস্ সুদ্দি ﷺ থেকে বর্ণিত, আবু বকর ইবনু আইয়াশ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ﷺ এর উদ্দেশে পত্র লিখলেন,

"ফাযল ইবনু মুসা আশশাইবানি যদি শাসকদের দরবারে যাতায়াত না করে থাকে, তা হলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বলো।"[৫৯]

(৫৪) অনুচ্ছেদ : সালাফ এবং খালাফ আস্সালিহিনের জুমহুর (অধিকাংশ) আলিমগণের অভিমত হলো, এ সকল হাদিস এবং আসার তার ব্যাপকতার ওপর প্রযোজ্য। শাসকগোষ্ঠী আলিমদের নিমন্ত্রণ জানাক কিংবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আলিমরা আগমন করুক—সবই সমান। তেমনই শাসকগোষ্ঠী দ্বীনি প্রয়োজনে আহ্বান জানাক কিংবা পার্থিব কোনো স্বার্থে—সবগুলোর একই বিধান।[৬০]

(৫৫) সুফয়ান সাওরি ﷺ বলেন,

"তারা যদি তোমাকে 'কুল হুওয়াল্লাহ'এর কেরাত পাঠ করার জন্য আহ্বান

---

৫৮. তাম্বিহুল গাফিলিন : ৪১৬

৫৯. তারিখে কাযওয়িন, রাফিয়ি

৬০. হাফিজ ইবনু আব্দিল বার ﷺ বলেন, "এ অধ্যায়ের পুরো আলোচনা পাপিষ্ঠ অত্যাচারী (মুসলিম) শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (উল্লেখ্য, কাফির বা মুরতাদ শাসককে পাপিষ্ঠ অত্যাচারী শাসকের পর্যায়ভুক্ত গণ্য করে বিধান বর্ণনা করা বা তাদের সঙ্গে সেরূপ আচরণনীতি গ্রহণ করার ভুল চেতনে বা অবচেতনে অনেকেই করে থাকেন; যা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কাফির বা মুরতাদ শাসকের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা; যা এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় নয়। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রয়োজন।-অনুবাদক।)

ইনসাফকারী ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ শাসকের মজলিসে গমন করা, তার দর্শন লাভ করা, তাকে সততার পথে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করা শ্রেষ্ঠতম পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত। তুমি কি দেখো না যে, উমর ইবনু আব্দিল আযিয ﷺ এর সঙ্গ দিতেন মহান শ্রেষ্ঠ আলিমগণ—উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র ﷺ এবং তার সমস্তরের আলিমগণ, ইবনু শিহাব ﷺ এবং তার সমপর্যায়ের ফকিহগণ।

আলিম যখন শাসকের মজলিসে উপস্থিত হয়ে উত্তম কথা বলে, জ্ঞানের কথা বলে, তখন তা কল্যাণকর ও উপকারী হিসাবে প্রতিভাত হয়। যেদিন সে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, সেদিন আশা করা যায়, এই আমলের কারণে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু শাসকদের মজলিসগুলো এমন, যাতে ফিতনার দিকটিই প্রবল। ফিতনা থেকে নিজেকে বাঁচানোর পন্থা হলো, এ সকল মজলিস বর্জন করা।" (দ্রষ্টব্য—জামি'উ বায়ানিল ইলম : ২৬২-২৬৩)

www.nagorikpathagar.org

জানায়, তা হলে তুমি তাদের কাছে গমন কোরো না।"[৬১]

শাসকদের সঙ্গে সালাফে সালেহিনের আচার-রীতি

(৫৬) মায়মুন ইবনু মিহরান ﵀ থেকে বর্ণিত,

"আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান মদিনায় আগমন করলেন। তখন তিনি তার প্রহরীকে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ﵀ এর কাছে পাঠালেন। সে এসে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ﵀ কে বলল, "আপনি আমিরুল মুমিনিনের আহ্বানে সাড়া দিন।" তিনি বললেন, "তার কী প্রয়োজন?" সে বলল, "আপনি তার সাথে আলাপ-আলোচনা করবেন—এ জন্য।" তিনি বললেন, "আমি তার আলোচকদের কেউ নই।" তখন প্রহরী ফিরে গিয়ে তাকে অবগত করল।[৬২]

(৫৭) ইমাম বুখারি ﵀ *আততারিখ* গ্রন্থে বলেন, আমি ইবনু আবি ইয়াস ﵀ কে বলতে শুনেছি,

"আমি দেখেছি, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ﵀ কে শাসক ডেকে পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, "আমি এদের কাছে যাব?! আল্লাহর কসম, আমি এরূপ করব না।"[৬৩]

(৫৮) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ﵀ থেকে বর্ণিত,

"জনৈক খলিফা তার কাছে এ বলে একজন দূত পাঠালেন যে, "আমাদের সামনে একটি মাসআলা দেখা দিয়েছে। আমরা কি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

তখন তিনি দূতকে বললেন, "আমরা এমনসব মহান মানুষদের যুগ লাভ করেছি, যারা কারও কাছে গমন করতেন না। কারণ, তাদের কাছে এ বিষয়ের নিষিদ্ধতা-সংক্রান্ত হাদিস পৌঁছেছিল।" যদি তোমার কোনো মাসআলা থেকে থাকে,

---

৬১. *সুনানুল বায়হাকি*

৬২. *আততাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সা'দ : ৫/১৩০; *হিলয়াতুল আওলিয়া*, আবু নুয়াইম : ২/১৬৯; *আসসিয়ার*, যাহাবি : ৩৪/২২৬

৬৩. *হিলয়াতুল আওলিয়া*, আবু নুয়াইম : ৬/২৫১

www.nagorikpathagar.org

তা হলে তুমি একটি চিরকুটে তা লিখে ফেলো। আমি তোমার জন্য লিখিত আকারে তার জবাব দেবো।"[৬৪]

(৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আবি রাফে' এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত,

"হারুনুর রশিদ মদিনায় আসলেন। তখন বারমাকি ইমাম মালিকের কাছে এ বলে লোক পাঠালেন যে, আপনি আপনার রচিত কিতাবটি নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসুন, যাতে আমরা আপনার মুখ থেকে তা শুনতে পারি।"

ইমাম মালিক ﵀ তখন বারমাকির উদ্দেশে বললেন, "তাকে আমার সালাম জানাবেন এবং বলবেন, আলিমের সাক্ষাতে আসা হয়, আলিম কারও সাক্ষাতে যায় না।" তখন বারমাকি হারুনুর রশিদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনিন, ইরাকবাসীদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছবে যে, আপনি কোনো বিষয়ে মালিকের কাছে দূত মারফত খবর পাঠিয়েছিলেন, অনন্তর সে ওই বিষয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আপনি তার ব্যাপারে মনস্থ করুন, যাতে শেষাবধি বাধ্য হয়ে সে আপনার কাছে আগমন করে।"

তখন তিনি বললেন, "যারা ইলমকে ধ্বংস করবে—তুমি তাদের প্রথম ব্যক্তি হোয়ো না; অন্যথায় আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।"[৬৫]

(৬০) ইবনু মুনির ﵀ থেকে বর্ণিত,

"বুখারার শাসক মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল বুখারি ﵀ এর কাছে এ বলে সংবাদ পাঠালেন যে, "আপনি আমার কাছে *আলজামি* (অর্থাৎ সহিহ *বুখারি*) এবং *আততারিখ* গ্রন্থ নিয়ে আসুন, যাতে আমি আপনার থেকে তা শ্রবণ করতে পারি।" ইমাম বুখারি তার দূতকে বললেন, "আমি ইলমকে হেয় করব না। আমি শাসকদের দুয়ারে গমন করব না। যদি আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন থেকে থাকে, তা হলে আপনি আমার মসজিদে বা আমার ঘরে উপস্থিত হোন।"[৬৬]

---

৬৪. *আততারিখ,* আলখাতিব আলবাগদাদি

৬৫. *ফাযায়িলু মালিক,* আবুল হাসান ইবনু ফিহর

৬৬. *আততারিখ,* আলখাতিব আলবাগদাদি : ২/৩৩; *তাহযিবুল কামাল,* মিযযি : ৩৩৮, *আততাবাকাত,* আসসুবকি : ২/২৩২-২৩৩; *আসসিয়ার,* যাহাবি : ১২/৪৬৪

www.nagorikpathagar.org

(৬১) হাসান ﷺ থেকে বর্ণিত,

"তিনি কোনো এক শাসকের দরবারে অবস্থানরত কতক কারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের কপালকে আহত করেছ, তোমাদের জুতাকে ব্যাপ্ত করেছ এবং ঘাড়ে করে ইলম বহন করে শাসকদের দুয়ারে এসেছ। শোনো, যদি তোমরা নিজেদের ঘরে বসে থাকতে, তা হলে তা তোমাদের জন্য ঢের উত্তম হতো। তোমরা বিভক্ত হও, আল্লাহ তোমাদের সদস্যদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিন।"[৬৭]

(৬২) আব্দুর রহমান ইবনু আখিল আসমা'য়ি তার চাচার থেকে বর্ণনা করেন,

"হাসান আলবাসরি ﷺ আবু উমর ইবনু হুবায়রা ﷺ এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তার কাছে তখন একদল কারী ছিল। তিনি তখন সালাম দিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমরা বসে আছ কেন? তোমরা তোমাদের মোচ লম্বা করেছ, মাথা মুণ্ডন করেছ, জামার আস্তিন সংকীর্ণ করেছ, জুতা ব্যাপ্ত করেছ। শোনো, আল্লাহর কসম, তাদের কাছে যা কিছু রয়েছে, তার ব্যাপারে যদি তোমরা উদাসীন হতে, তা হলে তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে, সে ব্যাপারে তারা আগ্রহী হতো। কিন্তু তোমরা তাদের কাছে যা কিছু রয়েছে, সে ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছ, তাই তারা তোমাদের কাছে যা রয়েছে, সে ব্যাপারে উদাসীন হয়েছে। তোমরা কারী সম্প্রদায়কে হেয় করেছ, আল্লাহ তোমাদের হেয় করুন।"[৬৮]

(৬৩) হাসান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"যদি তোমাদের এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তোমরা নিরাপদ থাকবে অথবা তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন নিরাপদ থাকবে, তা হলে মুসলমানদের রক্ত থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখো, মুসলমানদের সম্পদ থেকে নিজেদের উদরকে নিয়ন্ত্রিত রাখো, মুসলমানদের সম্মান-সম্ভ্রম থেকে নিজেদের জিহ্বা সংযত রাখো। আর তুমি বিদআতিদের সঙ্গে ওঠাবসা কোরো না। বাদশাহদের কাছে গমন কোরো না। তা হলে তারা তোমাদের ওপর তোমাদের দ্বীন সন্দেহপূর্ণ করে দেবে।"[৬৯]

---

৬৭. *সিফাতুস সাফওয়াহ,* ইবনুল জাওযি : ৩/২৩৬

৬৮. *আলআমালি,* যাজজাজ

৬৯. *আততারিখ,* ইবনুন নাজ্জার

www.nagorikpathagar.org

আলিমগণ তিন শ্রেণির

(৬৪) ওয়াহ্‌ব ইবনুল ওয়ারদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"আমাদের কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আলিমগণ তিন শ্রেণির- এক শ্রেণির আলিম ইলম শিক্ষা করে শাসকদের জন্য, আরেক শ্রেণির আলিম ইলম শিক্ষা করে পাপিষ্ঠদের কাছে এর দ্বারা পার্থিব সচ্ছলতা লাভের জন্য, আরেক শ্রেণির আলিম ইলম শিক্ষা করে নিজেদের জন্য।

এর দ্বারা তাদের অন্য কোনো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা নেই। তবে তারা শুধু এই আশঙ্কায় ইলম শিক্ষা করে যে, ইলম ছাড়া আমল করলে তারা যা কিছু বরবাদ করবে—তার পরিমাণ হবে ওই জিনিসের থেকে বহুগুণ বেশি, তারা যার ইসলাহ্ করবে।"[৭০]

(৬৫) আবু সালিহ্ আলআনতাকি ﷺ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক ﷺ কে বলতে শুনেছি,

"যে ইলমের দ্বারা সজ্জিত হবে, সে তিন ধরনের পরীক্ষায় আক্রান্ত হবে— হয়তো সে মৃত্যুবরণ করবে, অনন্তর তার ইলমও হারিয়ে যাবে; নতুবা যেকোনো কারণে তার ইলম বিস্মৃত হয়ে যাবে অথবা সে শাসকের সঙ্গ অবলম্বন করবে, ফলে তার ইলম লুপ্ত হবে।"[৭১]

(৬৬) মালিক ইবনু আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"আমি প্রায় গোটা বিশেক তাবেয়িকে এমন পেয়েছি, যারা বলেন, "তোমরা তাদের কাছে গমন কোরো না এবং তাদের কোনো নির্দেশ কোরো না।" তিনি এখানে শাসকের কথা বোঝাচ্ছেন।[৭২]

(৬৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আলকুরায়শি ﷺ বলেন,

"আমরা সুফয়ান সাওরি ﷺ এর সঙ্গে মক্কায় ছিলাম। তখন তার কাছে

---

৭০. *হিলয়াতুল আওলিয়া,* আবু নুয়াইম : ৮/১৫৬

৭১. *হিলয়াতুল আওলিয়া,* আবু নুয়াইম

৭২. *বর্ণনাটির তথ্যসূত্র ৫৩ নম্বর টীকায় উল্লিখিত হয়েছে।*

www.nagorikpathagar.org

কুফায় অবস্থানরত তার পরিবারের পক্ষ থেকে পত্র এল—“অভাব আমাদের এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, আমরা ফলের শক্ত আঁটি ভেজে খাওয়ার অবস্থায় উপনীত হয়েছি।” তখন সুফয়ান ﷺ কেঁদে ফেললেন। সে সময়ে তাঁর জনৈক শাগরিদ তাকে বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ, আপনি যদি শাসকের দরবারে উপস্থিত হতেন, তা হলে আপনি ঈপ্সিত পর্যায়ে পৌঁছিতে পারতেন।” তখন তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি সেই সত্তার কাছেই দুনিয়া প্রার্থনা করি না, যিনি এই দুনিয়ার মালিক; তা হলে আমি এমন ব্যক্তির কাছে কীভাবে তা চাইব, যার মালিকানায়ই তা নেই?”[৭৩]

(৬৮) আব্দুল্লাহ ইবনু হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফয়ান সাওরি ﷺ কে বলতে শুনেছি,

“তোমরা দুনিয়াবাসীর কাছে মর্যাদা লাভ করো—তাদের সালাম দেওয়া পরিহার করার মাধ্যমে।”

(৬৯) আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি ﷺ বলেন,

“আমি আবু সুলায়মানকে বললাম, আলিমরা ভিন্নমত অবলম্বন করেছে। তখন তিনি রাগ করলেন। অনন্তর বললেন, “তুমি কি এমন কোনো আলিমকে দেখোনি, যে শাসকের দুয়ারে গিয়ে তাদের দিরহাম গ্রহণ করে থাকে?”

(৭০) আহমাদ ইবনুস্ সাল্‌ত ﷺ বলেন,

“এক ব্যক্তি বিশর ইবনুল হারিস ﷺ এর কাছে এসে বলল, “হে সাইয়িদ, শাসক সৎ লোকদের খুঁজছেন। আপনি কি আমার জন্য আত্মগোপনে থাকাকে সংগত মনে করেন?”

তখন বিশর ﷺ তাকে বললেন, “আমার সামনে থেকে সরো। কাঁটা খেতে অভ্যস্ত গাধা কোনোদিনও বুযুর্গদের কাছে আসবে না। উল্টো তোমাকে দিয়ে আমাকে ফাঁসাবে।”

(৭১) সালিহ ইবনু খালিফাহ আলকারখি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফয়ান সাওরি ﷺ কে বলতে শুনেছি,

---

৭৩. *আখবারুস সুফিয়্যাহ,* শিরাযি

www.nagorikpathagar.org

"নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠ কারীরা দুনিয়ার দিকে একটি সিঁড়ি গ্রহণ করেছে। তারা বলে, আমরা শাসকদের দরবারে উপস্থিত হব। আমরা যাতনাক্লিষ্টদের যাতনা লাঘব করব এবং বন্দীদের ব্যাপারে কথা বলব।"[৭৪]

---

৭৪. *হিলয়াতুল আওলিয়া : ৮/১৬৫*

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

শাসকের দরবারে গমনাগমনে সালাফের আচার-রীতি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আহলুল ইলম ইলমের সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠিত থাকার ফজিলত

(৭২) আম্মার ইবনু সাইফ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফয়ান সাওরি ﷺ কে বলতে শুনেছি,

"শাসকের দিকে তাকানো গুনাহ।"[৭৫]

(৭৩) ফুযাইল ইবনু ইয়াজ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"আহলুল ইলম যদি নিজেদের মর্যাদাবান রাখে, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে কার্পণ্য করে, ইলমকে সম্মানিত ও সুরক্ষিত রাখে এবং তাকে সেই অবস্থানে রাখে, যে অবস্থানে আল্লাহ ﷻ তাকে রেখেছেন, তা হলে প্রতাপশালীদের ঘাড় তাদের সামনে নত থাকবে, মানুষেরা তাদের জন্য অনুগত হয়ে যাবে, তারা ব্যস্ত হতে পারবে এমন বিষয় নিয়ে, যা ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর মর্যাদা বৃদ্ধিতে তাদের জন্য সহায়ক হবে।

কিন্তু তারা নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করেছে এবং যখন দুনিয়া তাদের জন্য নিরাপদ হয়েছে, তখন তাদের দ্বীনে কি হ্রাস-কমতি ঘটেছে—তারা এর কোনো পরোয়া করেনি। তারা দুনিয়াদারদের জন্য নিজেদের ইলমকে বিকিয়েছে, যাতে তারা তাদের অধিকারভুক্ত কিছু সম্পদ অর্জন করতে পারে। এভাবে তারা মানুষদের চোখে হীন ও লাঞ্ছিত হয়েছে।"[৭৬]

(৭৪) আবুল আব্বাস ﷺ বলেন,

"তাহির ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি তাহির তার বাবার জীবদ্দশায় হজপালনের উদ্দেশ্যে খোরাসান থেকে আগমন করলেন। তখন তিনি ইসহাক ইবনু ইবরাহিমের ঘরে অবস্থান করলেন। ইসহাক তখন আলিমদের দূত মারফত ডেকে পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল, আলিমদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তাহিরকে সাক্ষাৎ করানো এবং তাদের থেকে তাহিরের হাদিস বর্ণনার ইজাযতগ্রহণের সুব্যবস্থা করা। তার দাওয়াতে দ্বীনদার মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ সমবেত হলেন।

উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন ইবনুল আরাবি ﷺ, আসমায়ি ﷺ এর শাগরিদ আবু নাসর

---

৭৫. *হিলয়াতুল আওলিয়া : ৭/৪৬*

৭৬. *হিলয়াতুল আওলিয়া : ৮/৯২*

www.nagorikpathagar.org

ﷺ-সহ প্রমুখ বিদগ্ধ আলিমগণ। তিনি দূত মারফত আবু উবায়দ কাসিম ইবনু সাল্লাম ﷺ কে ডেকে পাঠালেন।

আবু উবায়দ কাসিম ইবনু সাল্লাম ﷺ তখন দরবারে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং সাফ বলে দিলেন, "ইলমকে উদ্দেশ্য করে আসা হয়। (ইলম কারও দরবারে যায় না।)"

ইসহাক তার কথা এবং তার বার্তা শুনে ক্রোধান্বিত হলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু তাহির প্রতিমাসে তাকে দু-হাজার দিরহাম ভাতা দিতেন। ইসহাক আবু উবায়দ কাসিম ইবনু সাল্লাম ﷺ এর কাছে পুনরায় সংবাদ না পাঠিয়েই তার ভাতা বন্ধ করে দিলেন আর বিষয়টি আব্দুল্লাহ ইবনু তাহিরের কাছে লিখে পাঠালেন।

আব্দুল্লাহ তাকে লিখলেন, "হে কল্যাণপ্রদানকারী, যিনি কল্যাণের বিশেষণে আদৃত ও পরিচিত।"

তিনি বললেন, "আবু উবায়দ তার কথায় সত্য বলেছে আমি তার আচরণের কারণে তার ভাতা শিথিল করে দিয়েছি।" এরপর তিনি ভাতা প্রদান করে বললেন, "তুমি তাকে এটা দেবে এবং এরপর থেকে সে যে জিনিসের উপযুক্ত, তাকে তা প্রদান করবে।"[৭৭]

যাহিদ আবু হাযিম ﷺ এবং বানু উমাইয়ার আমিরগণ

(৭৫) আবু হাযিম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"সুলায়মান ইবনু হিশাম ইবনি আব্দিল মালিক মদিনায় আসলেন। তিনি আমাকে দূত মারফত ডেকে পাঠালেন। অনন্তর আমি তার দরবারে উপস্থিত হলাম। দরবারে পৌঁছে আমি তাকে সালাম দিলাম। আমি তখন আমার লাঠির ওপর ভর করা অবস্থায় ছিলাম।

তখন সুলায়মান ইবনু হিশাম বললেন, "আপনি কি কিছু বলবেন না?"

আবু হাযিম ﷺ জবাব দিলেন, "আমার তো কোনো প্রয়োজন নেই, যা আমি

৭৭. *মু'জামুল উদাবা : ১৬/২৬০-২৬১*

www.nagorikpathagar.org

আপনাকে বলব। আমি তো এসেছি আপনার প্রয়োজনে, যার জন্য আপনি দূত মারফত আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। যে-ই আমার কাছে দূত মারফত সংবাদ পাঠায়, তার কাছেই আমি উপস্থিত হই না। আপনাদের অনিষ্টের আশঙ্কা যদি না থাকত, তা হলে আমি আপনাদের কাছে আসতাম না। আমি দুনিয়াবাসীকে দেখেছি আলিমদের অনুসারীরূপে—যেখানেই তারা থাকুন না কেন। আহলুল ইলম দুনিয়াবাসীকে জন্য তাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে থাকেন। দুনিয়াবাসী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আলিমগণের থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না।

এরপর যামানা আবর্তিত হয়েছে এবং অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আলিমগণ যেখানেই থাকুন না কেন—তারা দুনিয়াবাসীদের অনুসারী হয়ে গেছেন। তাই উভয় ফরিকের ওপরই বিপদ আপতিত হয়েছে। দুনিয়াবাসীরা যে ইলমকে ধারণ করে রাখত, তারা তা ছেড়ে দিলো—যখন তারা দেখল, আহলুল ইলম তাদের দুয়ারে এসে গেছে। আর আহলুল ইলম মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাদের বণ্টনে যে জ্ঞান লাভ করছিল-তার বড় অংশই দুনিয়াবাসীদের অনুসরণের মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলল।”[৭৮]

(৭৬) যামাআহ ইবনু সালিহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

“বানু উমাইয়ার জনৈক শাসক আবু হাযিম ﷺ এর কাছে তার প্রয়োজন তুলে ধরার কথা লিখে পাঠালেন। তখন তিনি তার উদ্দেশে লিখলেন, “হামদ ও সালাতের পর কথা হলো, আমার কাছে আপনার পত্র পৌঁছেছে—এ মর্মে যে, “আপনি আমার কাছে আপনার প্রয়োজন তুলে ধরুন।” এটা তো একেবারেই অসম্ভব! আমি আমার প্রয়োজনগুলোকে আমার মাওলার কাছে তুলে ধরেছি। তিনি আমাকে যা কিছু দেন, আমি তা গ্রহণ করে নেই। আর তিনি যা কিছু আমার থেকে নিবারণ করেন, আমি তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিই।”[৭৯]

(৭৭) আবু হাযিম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

“সুলায়মান ইবনু আব্দিল মালিক মদিনায় প্রবেশ করে তিন দিন অবস্থান করলেন। তখন তিনি বললেন, “মুহাম্মাদ ﷺ এর সাহাবিদের পেয়েছে—এমন কেউ কি আছে, যে আমাদের হাদিস বর্ণনা করে শোনাবে?”

---

৭৮. *হিলয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৩৪-২৩৫; সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/১৫৮-১৫৯; ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : ২/১৪৫*

৭৯. *হিলয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৩৭*

www.nagorikpathagar.org

তখন তাকে বলা হলো, "অবশ্যই, এখানে একজন লোক রয়েছেন, যিনি আবু হাযিম নামে পরিচিত।" তখন তিনি তার কাছে খবর পাঠালেন। অনন্তর আবু হাযিম ﵀ উপস্থিত হলেন। তখন সুলায়মান তাকে বললেন, "হে আবু হাযেম, এই দুর্ব্যবহারের হেতু কী? আমার কাছে মদিনার সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি এল, অথচ তুমি এলে না!" আবু হাযিম ﵀ বললেন, "মানুষেরা যখন সত্যের ওপর ছিল, তখন আমিররা আলিমগণের দিকে মুখাপেক্ষী ছিল। আর আলিমরা নিজেদের দ্বীন নিয়ে আমিরদের থেকে দূরে সরে থাকত।

যখন নিম্নশ্রেণির একদল মানুষ এ অবস্থা দেখল, তখন তারা ইলম শিক্ষা করল এবং তা নিয়ে শাসকদের দরবারে উপস্থিত হলো। এর মাধ্যমে শাসকেরা আলিমদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেল এবং কাওম গুনাহের ওপর ঐক্যবদ্ধ হলো। এভাবে তারা স্খলিত হলো, দুর্দশাগ্রস্ত হলো, অধঃপতিত হলো। আমাদের এ সকল আলিমরা যদি তাদের ইলমের সুরক্ষা করত, তা হলে আমিররা তাদের ভয় করে চলত।"[৮০]

(৭৮) যামাআহ ইবনু সালিহ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"যুহরি ﵀ সুলায়মান অথবা হিশামকে বললেন, "আপনি কি আবু হাযিমকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সে আলিমদের ব্যাপারে কী বলে?"

তিনি বললেন, "আমি আলিমদের ব্যাপারে উত্তম কথা ছাড়া ভিন্ন কিছু বলিনি। আমি আলিমদের এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীর থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন। আর দুনিয়াবাসী তাদের দুনিয়া নিয়ে আলিমদের ইলম থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারেনি। এই অবস্থা যখন সে এবং তার সঙ্গীরা দেখল, তখন তারা নিজেরাও ইলম শিক্ষা করল, অনন্তর তারা এর দ্বারা অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করতে পারল না, অপরদিকে দুনিয়াবাসী নিজেদের দুনিয়া নিয়ে তাদের ইলম থেকে অমুখাপেক্ষী থাকল।

তারা যখন এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা দুনিয়াবাসীর সামনে নিজেদের ইলম ছুড়ে ফেলল। আর দুনিয়াবাসী তাদের দুনিয়ার কোনো অংশ এই আলিমশ্রেণিকে প্রদান করল না। নিঃসন্দেহে সে এবং তার সঙ্গীরা আলিম নয়—

---

৮০. বর্ণনাটির তথ্যসূত্র ৫৩ নম্বর টীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয়ই তারা বর্ণনাকারী।"[৮১]

(৭৯) ইউসুফ ইবনু আসবাত ﷺ বলেন, আমাকে একজন সংবাদ প্রদানকারী অবগত করলেন,

"জনৈক শাসক আবু হাযিম ﷺ এর কাছে দূত পাঠালেন। অনন্তর তিনি তার কাছে উপস্থিত হলেন। তার কাছে তখন ইফরিকি ﷺ, যুহরি ﷺ এবং আরও অন্যান্যরা ছিলেন। তখন শাসক বললেন, "হে আবু হাযিম, আপনি আলোচনা করুন।"

তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম আমির সে, যে আলিমদের ভালোবাসে আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট আলিম সে, যে আমিরদের ভালোবাসে। ইতিপূর্বে আমিররা তাদের কাছে লোক পাঠালে তারা তাদের দরবারে উপস্থিত হতেন না।

আর যখন আমিররা তাদের কোনো কিছু প্রদান করার সুযোগ চাইত, তখন তারা কোনো কিছু প্রদানের সুযোগ দিতেন না। আমিররা আলিমগণের ঘরে এসে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। আর এর মাঝে আমির এবং আলিম—উভয় শ্রেণির কল্যাণ নিহিত ছিল। যখন একদল মানুষ এটা দেখল, তখন তারা বলল, আমাদের কী হলো যে, আমরা ইলম শিক্ষা করে এদের মতো হই না! অনন্তর তারা ইলম শিক্ষা করে আমিরদের দরবারে উপস্থিত হলো। এভাবে আলিমরা আমিরদের ধ্বংসের কারণ হলো আর আমিররা আলিমদের দুর্দশাগ্রস্ততার উপলক্ষ হলো।"[৮২]

(৮০) সুফয়ান ﷺ থেকে বর্ণিত,

"জনৈক আমির আবু হাযিম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আমার কাছে আপনার প্রয়োজন তুলে ধরুন।" তিনি বললেন, "অসম্ভব! অসম্ভব!! আমি তো প্রয়োজনগুলোকে এমন সত্তার সামনে তুলে ধরেছি, যার কাছে সকল প্রয়োজন সংরক্ষিত হয়। তিনি তার ধনভান্ডার থেকে আমাকে যা কিছু দেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট। আর তিনি যা থেকে আমাকে বিরত রাখেন, আমি তাতে তুষ্ট।"

পূর্বের যামানায় শাসকরা আলিমদের সন্ধান করত, আর আলিমরা তাদের থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। আর বর্তমানে আলিমরা ইলম তলব করে। একপর্যায়ে তারা যখন ইলমকে পূর্ণরূপে নিজের ভেতর ধারণ করে, তখন তারা তা নিয়ে শাসকদের

---

৮১. হিলয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৩৩; সুনানুল বায়হাকি; তারিখু ইবনি আসাকির

৮২. হিলয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৪৫

www.nagorikpathagar.org

দুয়ারে আসে। শাসকরা তাদের থেকে পালিয়ে বেড়ায় আর আলিমরা তাদের অনুসন্ধান করে ফেরে।[৮৩]

(৮১) মুহাম্মাদ ইবনু আজলান আলমাদিনি ﷺ বলেন,

"সুলায়মান ইবনু হিশাম আবু হাযিম ﷺ এর কাছে দূত পাঠালেন। তিনি তাকে বললেন, "আপনি কিছু বলুন।"

তিনি বললেন, "আমার কোনো প্রয়োজন নেই যে, আমি আপনাকে তার কথা বলব। আপনাদের অনিষ্টের আশঙ্কা যদি না থাকত, তা হলে আমি আপনাদের কাছে আসতাম না। আমাদের কাছে এমন এক সময় এসেছে, যখন আমিররা আলিমদের তলব করত। তারা সাধ্যমতো আলিমদের থেকে ইলম গ্রহণ করত এবং এর মাধ্যমে উপকৃত হতো। এতে উভয় ফরিকের কল্যাণ ছিল।

অধুনা আলিমরা শাসকদের সন্ধানে নেমেছে এবং তাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর তাদের হাতে যে পার্থিব সম্পদ রয়েছে—তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। শাসকরা বলল, এরা আমাদের হাতে যা কিছু রয়েছে, তা তলব করেছে। সুতরাং আমাদের হাতে যা কিছু রয়েছে, তা ওই জিনিসের থেকে উত্তম, যা তাদের হাতে রয়েছে। এতে উভয় ফরিকের অকল্যাণ হয়েছে।

সুলায়মান ইবনু হিশাম বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন।"[৮৪]

(৮২) আবুয্যিনাদ ﷺ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

"মদিনার ফকিহগণ উমর ইবনু আব্দিল আযিয ﷺ এর কাছে আসতেন। তবে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ﷺ আসতেন না। কেননা, উমর ইবনু আব্দিল আযিয ﷺ এটা পছন্দ করতেন যে, তাদের দুজনের মধ্যে কোনো দূত থাকবে। আর আমি ছিলাম তাদের উভয়ের মাঝের দূত।"[৮৫]

(৮৩) আওযায়ি ﷺ থেকে বর্ণিত,

"আতা আল-খুরাসানি ﷺ হিশাম ইবনু আব্দিল মালিকের দরবারে

---

৮৩. *হিলয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৩৭; আযযুহদ,* বায়হাকি

৮৪. *তারিখু ইবনি আসাকির*

৮৫. *আততাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সা'দ *: ৫/১২২; আসসিয়ার,* যাহাবি *: ৪/২২৫*

www.nagorikpathagar.org

গমনাগমন করতেন। সে সময়ে তিনি মাকহুল ﷺ এর ঘরে অবস্থান করতেন। একদিন আতা ﷺ মাকহুল ﷺ কে বললেন, এখানে কি এমন কেউ আছে, যে আমাদের আন্দোলিত করবে, অর্থাৎ আমাদের উপদেশ দেবে?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ইয়াযিদ ইবনু মাইসারা।" তখন তারা ইয়াযিদ ইবনু মাইসারা ﷺ এর কাছে আগমন করলেন। আতা ﷺ তাকে বললেন, আমাদের আন্দোলিত করুন। আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন।"

"তিনি বললেন, হ্যাঁ, আলিমরা যখন ইলম অর্জন করতেন, তখন কর্মের অঙ্গনে আসতেন। যখন তারা কর্মের অঙ্গনে আসতেন, তখন ব্যস্ততায় জড়িয়ে যেতেন। যখন তারা ব্যস্ততায় জড়িয়ে যেতেন, তখন হারিয়ে যেতেন। যখন তারা হারিয়ে যেতেন, তখন দুনিয়ার সন্ধানে রত হতেন। যখন তারা দুনিয়া সন্ধানে রত হতেন, তখন দ্বীন থেকে পালিয়ে বেড়াতেন।"

তিনি বললেন, "আপনি কথাগুলো আরেকবার পুনরাবৃত্তি করুন।" তখন তিনি কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন।

অনন্তর আতা ﷺ ফিরে গেলেন। হিশামের সাথেও আর সাক্ষাৎ করলেন না।[৮৬]

হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ﷺ এবং ইরাকের আমির

(৮৪) মুকাতিল ইবনু সালিহ আল-খুরাসানি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"আমি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ ﷺ এর কাছে গেলাম। আমি তার কাছে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে একজন আগন্তুক দরজায় কড়া নাড়ল।

তখন তিনি বললেন, "খুকি, বেরিয়ে দেখো তো, কে এখানে?"

সে দেখে জানাল, "বসরা এবং কুফার আমির মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান আল-হাশেমির পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত।"

তিনি বললেন, "তুমি তাকে বলো, সে যেন ভেতরে একাকী প্রবেশ করে।"

৮৬. *হিলয়াতুল আওলিয়া : ৫/২৩৪; তারিখু ইবনি আসাকির*

www.nagorikpathagar.org

অনন্তর সে প্রবেশ করে সালাম দিলো। এরপর আমিরের চিঠি অর্পণ করল।

তখন তিনি তাকে বললেন, “তুমি এটা পাঠ করো।”

তখন চিঠির পাতায় যা দেখা গেল,

“পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সুলায়মানের পক্ষ থেকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্র উদ্দেশে। পর সমাচার হলো, আল্লাহ আপনাকে প্রাণবন্ত করুন, যেভাবে তিনি তার ওলি এবং আনুগত্যপরায়ণ বান্দাদের প্রাণবন্ত করেন। একটি মাসআলা দেখা দিয়েছে, তাই আমরা তার সমাধান জানার জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।”

তখন তিনি বললেন, “খুকি, তুমি দোয়াত নিয়ে আসো।” এরপর তিনি আমাকে বললেন, “চিঠিটা উল্টাও।” তারপর তিনি লিখলেন,

“হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহ আপনাকে প্রাণবন্ত করুন, যেভাবে তিনি তার ওলি এবং আনুগত্যপরায়ণ বান্দাদের প্রাণবন্ত করেন। আমরা আলিমদের এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তারা কারও কাছে গমনাগমন করতেন না। যদি কোনো মাসআলা দেখা দিয়ে থাকে, তা হলে আমাদের কাছে এসে আপনার সামনে যা কিছু দেখা দিয়েছে, তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আর হ্যাঁ, যদি আমার কাছে আসেন, তা হলে একাকী আসবেন। আপনি আপনার অশ্বারোহী এবং পদাতিকদের নিয়ে আসবেন না। এর ব্যত্যয় হলে আমি আপনাকে নাসিহাহ করব না, আমার নিজেকেও কোনোপ্রকার নাসিহাহ করব না। ওয়াসসালাম।”

একদিন আমি তার কাছে ছিলাম, এমতাবস্থায় জনৈক আগন্তুক দরজায় করাঘাত করল। তখন তিনি বললেন, “খুকি, বের হয়ে দেখো, এখানে কে?”

সে বলল, “এখানে মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান।”

তিনি বললেন, “তুমি তাকে বলো, তিনি যেন একাকী প্রবেশ করেন।”

মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান তখন প্রবেশ করে সালাম দিলেন, এরপর তার সামনে উপবিষ্ট হলেন।

তিনি বললেন, “আমার কী হলো যে, আমি যখন আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন সারা শরীর একধরনের আতঙ্কে শিহরিত হয়ে ওঠে!”

www.nagorikpathagar.org

তখন হাম্মাদ ﷺ বললেন, "আমি সাবিত আল-বুনানি ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি,

"আলিম যখন তার ইলমের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, তখন সকল কিছু তাকে ভয় করে। আর যদি এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয়, সম্পদ বৃদ্ধি, তখন সে সবকিছুকে ভয় করে।" এরপর তিনি বাকি ঘটনা উল্লেখ করলেন।"[৮৭]

(৮৫) মুফলিহ ইবনুল আসওয়াদ ﷺ বলেন,"মামুন ইয়াহইয়া ইবনু আকসাম ﷺ কে বলেন, আমি বিশর ইবনুল হারিসকে দেখতে চাই।

তিনি বললেন, "তা হলে আমি তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি—যখন আপনি ইচ্ছা করেন, হে আমিরুল মুমিনিন!"

এক রাতে তারা বিশর ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তারা তাদের বাহনে আরোহণ করে বিশর ﷺ এর ঘরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে বাহন থেকে অবতরণ করে ইয়াহইয়া বিশর ﷺ এর দরজায় করাঘাত করলেন।

বিশর ﷺ বললেন, "কে এখানে?"

ইয়াহইয়া উত্তর দিলেন, "তোমার ওপর যার আনুগত্য অপরিহার্য।"

তিনি বললেন, "আপনি কী চাচ্ছেন?"

তিনি বললেন, "আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছি।"

বিশর বললেন, "স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাকি বলপ্রয়োগ করে?"

বর্ণনাকারী বলেন, তখন মামুন বুঝে ফেললেন।

তিনি তখন ইয়াহইয়াকে বললেন, "বাহনে চড়ো।" তারা সেখান থেকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তারা ইশার সালাত আদায়রত এক ব্যক্তির দেখা পেলেন। তখন তারাও সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বাহন থেকে নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেই ইমামের তিলাওয়াত তাদের অত্যন্ত মুগ্ধ করল, তাদের অন্তরাত্মাকে একেবারে ছুঁয়ে

---

৮৭. কানযুল 'উম্মাল : ৪৬১৩১; ইতহাফুস সাদাহ : ৬/১৩৬; তাযকিরাতুল মাওযু'আত : ২০; আলফাওয়ায়িদুল মাজমু'আ : ২৮৬

www.nagorikpathagar.org

গেল।

সকালবেলা মামুন সেই পাঠকারীর কাছে দূত পাঠালেন। দূত গিয়ে তাকে নিয়ে এল। সেই পাঠকারী দরবারে আসার পর মামুন তার সাথে ফিকহি আলোচনা-পর্যালোচনার ধারাপাত করলেন। তখন দেখা গেল, সেই পাঠকারী একের পর এক মামুনের থেকে বিপরীত মতামত প্রদান করেই যাচ্ছে এবং বলছে, "এই মাসআলার হুকুম আপনি যা বলছেন, তা নয়; বরং বক্তব্য এর বিপরীত।" একপর্যায়ে মামুন রেগে গেল।

যখন সেই পাঠকারীর বিরোধিতার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেল, তখন মামুন বলল, "তোমার প্রতি আমার ধারণা হলো, যখন তুমি তোমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তুমি এ কথা বলে বেড়াবে যে, তুমি আমিরুল মুমিনিনকে ভুল প্রমাণিত করেছ।"

তখন সে বলল, "আল্লাহর কসম! হে আমিরুল মুমিনিন! আমি এতে লজ্জাবোধ করি যে, আমার সঙ্গীরা জানুক—আমি আপনার কাছে এসেছি।"

তখন মামুন বলল, "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমার প্রজাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিকে রেখেছেন, যে আমার কাছে আসতে লজ্জাবোধ করে।" এরপর তিনি শুকরিয়া আদায়ের জন্য আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করেন।

সেই পাঠকারী ছিলেন ইবরাহিম ইবনু ইসহাক আলহারবি ﷺ ।[৮৮]

(৮৬) সুফয়ান সাওরি ﷺ বলেন,

"ইলম সম্মানিত একটি বস্তু ছিল। কিন্তু তারা যখন ইলমকে রাজাদের দুয়ারে বয়ে নিয়ে গেল এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে ইলমের মিষ্টতা উঠিয়ে নিলেন এবং তাদের তার ইলম থেকে বিরত করলেন।"[৮৯]

(৮৭) বিশর আল-হাফি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"কতই-না নিকৃষ্ট অবস্থা এই যে, যখন কোনো আলিমকে তলব করা হয়,

---

৮৮. *তারিখু ইবনিন নাজ্জার*

৮৯. *প্রাগুক্ত*

www.nagorikpathagar.org

তখন জবাব আসে, তিনি আমিরের দুয়ারে।”[৯০]

(৮৮) ফুযায়ল ইবনু ইয়াজ ﷺ বলেন,

“কারীদের আপদ হলো আত্মগরিমা। তোমরা রাজা-বাদশাহর দুয়ার থেকে দূরে থাকো। কেননা, তা আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত বিলুপ্ত করে দেয়।

তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, “কীভাবে?”

তিনি বললেন, “কোনো ব্যক্তির ওপর যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত বর্ষিত হয়ে থাকে, তখন সৃষ্টজীবের কাছে তার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা বাকি থাকে না। যখন সে এ সকল শাসক-প্রশাসকের দরবারে অনুপ্রবেশ করে, তখন তাদের উন্নত প্রাসাদ এবং সেবক-সেবিকাদের হালত-অবস্থা দেখে সে মোহিত হয়ে পড়ে, অনন্তর সে তার মাঝে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। এভাবে তার থেকে নিয়ামতসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়।”[৯১]

শাসকদের সঙ্গে মেলামেশার অবস্থাসমূহ

(৮৯) ইমাম গাযালি ﷺ তার *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে[৯২] শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ, তাদের মজলিসে গমনাগমন এবং তাদের দরবারে উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। তিনি তাতে লেখেন,

“জেনে রেখো, শাসকদের সঙ্গে তোমাদের তিন অবস্থা :

ক) শাসকদের দরবারে যাতায়াত করা। আর এটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থা।

খ) শাসকবর্গ তোমার দুয়ারে উপস্থিত হওয়া। এটা ভয়াবহতার দিক থেকে পূর্বেরটার থেকে কিছুটা নিম্নস্তরের।

গ) তুমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। তুমিও তাদের দেখবে না আর তারাও তোমাকে দেখবে না। আর এটাই সবচেয়ে নিরাপদ হালত।”

---

৯০. *শু ‘আবুল ইমান,* বায়হাকি

৯১. *প্রাগুক্ত*

৯২. দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪০-১৪৫ পৃষ্ঠা। আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত বর্ণনাসমূহও *ইহইয়া* থেকে গৃহীত।

www.nagorikpathagar.org

প্রথমটি, অর্থাৎ তাদের দরবারে গমন করা শরিয়াহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে অনেক কঠোর ও অনমনীয় নুসুস বর্ণিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস এবং আসার 'মুতাওয়াতির' এর স্তরে উপনীত। তাই আমরা সেগুলো উদ্ধৃত করছি, যাতে তুমি এই কর্মের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে শরিয়াহর স্বচ্ছ অবস্থান জানতে পারো। এরপর আমরা এর প্রকারগুলো—হারাম, মুবাহ এবং মাকরুহ সম্পর্কে আলোকপাত করব, ইলমের দৃশ্যমান বিশ্লেষণও ফাতওয়া যা দাবি করে, তার আলোকে।"

এরপর ইমাম গাযালি ﷺ অসংখ্য হাদিস এবং আসার উদ্ধৃত করেন, যার অনেকগুলোর বিবরণ ওপরে আলোচনাপ্রসঙ্গে অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পূর্বে আমাদের আলোচনায় উল্লেখিত হয়নি, এমন যা যা রয়েছে, তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

(৯০) সুফয়ান ﷺ বলেন,

"জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যাতে শুধু সে সকল কারীরা অবস্থান করবে, যারা রাজা-বাদশাহদের দরবারে অধিক যাতায়াত করে।"

(৯১) আওযায়ি ﷺ বলেন,

"আল্লাহর কাছে সেই আলিমের থেকে অধিক ঘৃণ্য কিছু নেই, যে কোনো গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।"

(৯২) ইসহাক ﷺ বলেন,

"আমি সেই আলিমকে আলিম হিসাবেই স্বীকৃতি দিই না, যার মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাকে পাওয়া যায় না, অনন্তর তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাব আসে—'তিনি তো আমিরের দরবারে।'

এককালে আমরা শুনতাম, বলা হতো যে, "যখন তোমরা কোনো আলিমকে শাসকের দরবারে গমন করতে দেখো, তখন তোমরা তাকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত করো। আমি শাসকের দরবারে যখনই গমন করেছি, তখনই বের হয়ে এসে অন্তরের মুহাসাবা করেছি। শাসকদের খেয়ালখুশির প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করার কারণে আমি যে অবস্থার সম্মুখীন হতাম—তার জন্য নফসের ওপর একধরনের পুরস্কার ছুড়ে দেওয়ার আদত গড়েছি।"

www.nagorikpathagar.org

(৯৩) সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ﵀ তেলের ব্যবসা করতেন আর বলতেন,

“নিশ্চয়ই এতে রয়েছে এ সকল শাসকদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার উপকরণ।”

(৯৪) ওয়াহব ﵀ বলেন,

“নিশ্চয়ই এ সকল আলিমরা—যারা শাসকদের দরবারে গমন করে—উম্মাহর জন্য জুয়াড়িদের থেকেও অধিক ভয়ানক।”

(৯৫) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ ﵀ বলেন,

“পায়খানার ওপরের মাছি শাসকদের দুয়ারের এ সকল কারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।”

(৯৬) যুহরি ﵀ যখন সুলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করলেন, তখন তার উদ্দেশে তার এক দ্বীনী ভাই লিখলেন,

“আল্লাহ্ আমাদের এবং আপনাকে—হে আবু বকর!—সকল প্রকার ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আপনি এমন এক অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছেন, যারা আপনাকে চেনে, তাদের জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনার কল্যাণের জন্য দুয়া করা এবং রহমত প্রার্থনা করা। আপনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেছেন; অপরদিকে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহ—তিনি আপনাকে তার কিতাবের যে উপলব্ধি দান করেছেন এবং তার নবি ﷺ এর সুন্নাহর যে ইলম শিক্ষা দান করেছেন—আপনার পিঠকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। আল্লাহ্ আলিমদের থেকে এমনটা অঙ্গীকার নেননি।

জেনে রাখুন, আপনি যে পাপ করেছেন এবং যে দুঃসাহসিকতা নিজের মাঝে ধারণ করেছেন তার সবচেয়ে সরল ও সাধারণ সমীকরণ হলো—আপনি জালিমের নিঃসঙ্গতার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং ভ্রষ্টতার পথ সহজ করেছেন। আপনি এসব মানুষদের কাছে ভেড়ার মাধ্যমে অন্যায়ের দুয়ার উন্মোচিত করেছেন। তারা আপনাকে নৈকট্য প্রদান করার সময়ও কোনো হক আদায় করেনি আর কোনো অন্যায় পরিহার করেনি। তারা আপনাকে গ্রহণ করেছে জাঁতাকলের চাকার এক অক্ষ হিসাবে, তাই আপনাকে কেন্দ্র করে তাদের জুলমের চাকা আবর্তিত হবে; গ্রহণ করেছে একটি সাঁকো হিসাবে, ফলে আপনার ওপর দিয়ে পাড়ি দিয়ে তারা পৌঁছবে তাদের দুর্যোগের দিকে; গ্রহণ করেছে একটি সিঁড়িরূপে, যাতে চড়ে তারা আরোহণ করবে তাদের গোমরাহির দিকে।

www.nagorikpathagar.org

তারা আপনাকে প্রদর্শন করে আলিমদের মাঝে সংশয় ও দোদুল্যমানতার অনুপ্রবেশ ঘটাবে। আর আপনাকে ব্যবহার করে অজ্ঞ শ্রেণির আন্তরিক সমর্থন ছিনিয়ে নেবে। তারা আপনার জন্য যা কিছু ব্যয় করেছে তা ওই জিনিসের তুলনায় অতি স্বল্প, যা আপনার থেকে উজাড় করে নিয়েছে। তারা আপনার থেকে যা কিছু লাভ করে নিয়েছে—তা বাস্তবে কতইনা বেশি, কারণ তারা আপনার জন্য আপনার দ্বীনকে বরবাদ করে ছেড়েছে। আপনাকে যেন এ বিষয়টি নির্ভয় না করে যে, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

"তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো এমন উত্তরসূরিরা, যারা নামাজ বরবাদ করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হলো।"[৯৩]

আপনি এমন সত্তার সাথে লেনদেন করছেন, যিনি কোনো কিছু বিস্মৃত হন না। উদাসীনতা যাদের কখনোই ছুঁতে পারে না—এমন ফিরেশতাগণ আপনার সব কার্যকলাপ হুবহু সংরক্ষণ করছেন। সুতরাং আপনি আপনার দ্বীনের চিকিৎসা করুন। কারণ, তাতে রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর আপনার পাথেয় প্রস্তুত করুন। কারণ, দূরবর্তী সফর ঘনিয়ে এসেছে। পৃথিবী কিংবা আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। ওয়াসসালাম।"

ইমাম গাযালি ﵀ বলেন,এ সকল হাদিস এবং আসার শাসকদের সঙ্গে ওঠাবসায় যে সকল ভয়াবহ ফিতনা এবং অগণন ফাসাদ রয়েছে—তার প্রতি আলোকপাত করছে। কিন্তু আমরা বিষয়টি নিয়ে ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব; যার আলোকে আমরা মুবাহ এবং মাকরুহ থেকে আলাদা করে নিষিদ্ধ প্রকারকে স্পষ্ট করব।

আমরা বলব, সুলতানের কাছে অনুপ্রবেশকারী আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার জন্য নিজেকে অগ্রসরকারী—হয়তো তার কাজের দ্বারা, কিংবা তার নীরবতার দ্বারা, অথবা তার বিশ্বাসের দ্বারা। কেউই এ বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় না।

কাজের দ্বারা এভাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকদের দরবারে গমনাগমন করা হয় আত্মসাৎকৃত ভূমিতে। অথচ মালিকের অনুমতি ছাড়া এমন ভূমির উদ্দেশে পদক্ষেপ ফেলা, তাতে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ হারাম।

---

৯৩. সুরা মারয়াম (১৯) : ৫৯

www.nagorikpathagar.org

সালাম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে জালিমের সামনে বিনয় প্রদর্শন করা বৈধ নয়। হাতে চুমু খাওয়া এবং খিদমাতের উদ্দেশ্যে অবনত হওয়া হারাম। কোনো কোনো সালাফ এ ব্যাপারে অনেক কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন, এমনকি তাদের কেউ কেউ জালিমের সালামের জবাব দিতেও নিষেধ করেছেন।

তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে জালিমদের উপেক্ষা করা উত্তম আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মাদুরে বসা—যখন তাদের সম্পদের অধিকাংশ হবে হারাম—জায়িয নয়।

আর নীরবতার দ্বারা এভাবে যে, শাসকদের মজলিসে রেশমের যেসব বিছানা এবং রূপার যেসব পাত্র শোভা পায়, তাদের নিজেদের দেহে এবং তাদের সেবকদের পরিধানে রেশমসহ যেসব হারাম ও নিষিদ্ধ বস্ত্র এবং পোশাক দেখা যায়, তা-ই হলো এর অন্যতম কারণ। যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কর্ম প্রত্যক্ষ করে, এরপর সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে, সে সেই মন্দকর্মে শরিক হিসাবে বিবেচিত হয়। তা ছাড়া তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে এমনসব বিষয় শ্রুত হয়, যা অশ্লীলতা মিথ্যা গালাগাল এবং কষ্ট প্রদানের নামান্তর। এসব কিছু দেখেও নীরবতা অবলম্বন করা হারাম। যদি তুমি বলো, সে নিজের ব্যাপারে এই আশঙ্কা করে যে, সে নীরবতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে অপারগ। তাই তার নীরব থাকা হক-সমর্থিত।

তার জন্য তো কিছুতেই নিজেকে এমন কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করা বৈধ হতে পারে না, যা একান্ত ওযর-অপারগতা ছাড়া বৈধ হয় না। সে যদি দরবারে গমনাগমন না করে, শাসকবর্গের সামনে উপস্থিত না হয়, তা হলে তার কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে না। সুতরাং এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, সে এমন বিপদে পতিত হয়েছে, যার কারণে ওযর হিসাবে তাকে সেই অপরাধে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় অন্যায়ের ব্যাপারে অবগত থাকে, আর সে জানে যে, তার মতো মানুষ এমন অন্যায় দূর করার সক্ষমতা রাখে না, তার জন্য সেখানে উপস্থিত হওয়া বৈধ নয়। এমনটা কখনোই হতে পারে না যে, তার সামনে সকল অন্যায়-অপকর্ম চলবে। আর সে সব দেখেও চুপটি মেরে বসে থাকবে; বরং সে এসব দেখা থেকেই দূরত্ব অবলম্বন করবে।

আর কথার দ্বারা এভাবে যে, সে জালিমের জন্য দুয়া করবে, তার প্রশংসা করবে, জালিম যেসব গর্হিত অসার কথা বলবে তা সত্যায়ন করবে—সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে অথবা মাথা নাড়ানোর মাধ্যমে কিংবা অধরে এক চিলতে বাঁকা হাসির শুভ্র রেখা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে অথবা জালিমের জন্য ভালোবাসা ও সম্প্রীতি (আলওয়ালা),

www.nagorikpathagar.org

তার সঙ্গে সাক্ষাতের আকুল আগ্রহ, জালিমের দীর্ঘ জীবন ও স্থায়িত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার মাধ্যমে।

তা ছাড়া দরবারে গমনকারী আলিম সাধারণত সালামের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সে কথাই বলে এমনভাবে যে, তার কথাবার্তা যেন কিছুতেই শাসকের মানসিকতার সীমা-পরিসীমা লঙ্ঘন না করে।

শাসকের জন্য দুয়ার ক্ষেত্রে কেবল "আল্লাহ আপনার ইসলাহ করুন, আল্লাহ আপনাকে কল্যাণের জন্য তাওফিক দান করুন, অথবা আল্লাহ আপনাকে তার আনুগত্যে দীর্ঘজীবী করুন" কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো দুয়াবাক্য বলার অবকাশ রয়েছে। এরচেয়ে বেশি কল্যাণজনক দুয়া কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়। শাসকের জন্য নিরাপত্তা, দীর্ঘ জীবন এবং পরিপূর্ণ নিয়ামত লাভের প্রার্থনা করা, শাসককে 'মাওলা' (অভিভাবক) বা এর সমার্থক অন্য কিছু বলে সম্বোধন করা-এ সবই নাজায়িয।

যদি সে দুয়ার সীমানা অতিক্রম করে প্রশংসায়ও মেতে ওঠে, অনন্তর এমনসব বিষয়ের স্তুতি করে, যা শাসকের মধ্যে নেই, নিঃসন্দেহে সে মিথ্যুক, মুনাফিক কিংবা জালিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। এ সবই গুনাহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন, যখন ফাসিকের প্রশংসা করা হয়।"[৯৪]

যদি সে এর সীমাও অতিক্রম করে ফেলে, জালিম শাসক যা কিছু বলে, সে ক্রমাগত তা সত্যায়ন করতে থাকে, জালিম শাসক যা কিছু করে, সে তার সাফাই গাইতে থাকে, নিশ্চয়ই সে জুলমের সত্যায়ন এবং তার সাফাই গাওয়ার কারণে গোনাহগার হবে। কেননা, সাফাই গাওয়া, প্রশংসা করা গুনাহের ব্যাপারে সহযোগিতার নামান্তর। আর তা ছাড়া এগুলো সঞ্জীবনী শক্তির মতো, এর মাধ্যমে অপরাধীর প্রাণ সঞ্চার হয় এবং সে নবোদ্যমে সতেজ হয়ে ওঠে। একইভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা, নিন্দা করা, তাচ্ছিল্য-ভর্ৎসনা করা অপরাধকর্মের প্রতি তিরস্কার জ্ঞাপনের নামান্তর। তদ্রূপ এর মাধ্যমে অপরাধী তার মনোবল হারায় এবং অপরাধের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। গুনাহের কাজে সহযোগিতা করাও গুনাহ—যদিও তা অর্ধেক শব্দের মাধ্যমে হয়।

সুফয়ান ﵀ কে এমন জালিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে কোনো

---

৯৪. *আসসামত,* ইবনু আবিদ-দুনয়া *: ২২৮-২২৯; আলকামিল,* ইবনু 'আদি *: ৫/১৯১৭; আসসিলসিলাতুয যায়িফা : ১৩৯৯*

www.nagorikpathagar.org

উন্মুক্ত মরু-প্রান্তরে মৃত্যু-পথযাত্রী হয়ে পড়েছে, তাকে কি এক চুমুক পানি পান করানো যাবে? তিনি বললেন, না, তাকে এভাবেই ফেলে রাখো। সে একপর্যায়ে মরে যাবে। কেননা, তাকে এক চুমুক পানি পান করানো জুলমের পথে সহায়তার নামান্তর। তা ছাড়া শাসকের দরবারে অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তি তার অন্তরে ফাসাদের অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। কারণ, সে এসব দরবারে পার্থিব নিয়ামতের ব্যাপ্তি অবলোকন করে, আর তার ওপর নাযিলকৃত আল্লাহ ﷻ এর নিয়ামতকে হেয়জ্ঞান করে। তথাপি সে হয় রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষাকারী।

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন,

"হে মুহাজির সম্প্রদায়, তোমরা দুনিয়াবাসীর কাছে যেয়ো না। কারণ, তা আল্লাহপ্রদত্ত রিযকের প্রতি অসন্তুষ্টি জ্ঞাপনের নামান্তর।"[৯৫]

এগুলো তো রয়েছেই; পাশাপাশি শাসকদের দরবারে গমনাগমন করা অন্যদের এই অঙ্গনে সরব হওয়ার জন্য আহ্বানের নামান্তর। তথাপি শাসকদের দরবারে আনাগোনা করা জালিমদের দল ভারী করার নামান্তর। আর যদি সে রীতিমতো দরবারের একজন সদস্যেই পরিণত হয়, তা হলে তা শাসকদের জুলমে উদ্বুদ্ধ করারই নামান্তর।

উপরিউক্ত সবগুলোই হয়তো মাকরুহ কিংবা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং সারকথা হলো, দু-ধরনের ওযর ছাড়া শাসকদের কাছে গমন করা জায়িয নেই।

এক. তাদের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতার সঙ্গে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ থাকা; কোনো সম্মানজনক আমন্ত্রণ নয়। অবস্থা এমন যে, সে জানে যদি সে পিছিয়ে থাকে, তা হলে অবশ্যই জুলম-নিপীড়নের শিকার হবে।

দুই. কোনো অত্যাচারিত মুসলিমের ওপর থেকে অত্যাচার প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শাসকদের কাছে গমন করা। এর অবকাশ রয়েছে; তবে শর্ত হলো, সে কোনোপ্রকার মিথ্যা বলতে পারবে না এবং এমন নাসিহাহ এড়িয়ে যেতে পারবে না, যে ব্যাপারে সে এই প্রত্যাশা রাখে যে, তা এই মজলিসে গৃহীত হবে।"

এরপর তিনি বলেন, "যদি তুমি বলো যে, সালাফ আলিমরা শাসকদের

---

৯৫. *তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাহ আলকুবরা*, সুবকি: ৬/৩১৪

www.nagorikpathagar.org

মজলিসে গমনাগমন করতেন, তা হলে আমি বলব, হ্যাঁ, তুমি কি জানো—সেখানে তারা স্বেচ্ছায় গমন করেছেন, নাকি তারা বাধ্য হয়েছেন?

বর্ণিত রয়েছে, হিশাম ইবনু আব্দিল মালিক হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন। যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বললেন, আমার কাছে একজন সাহাবিকে নিয়ে এসো। তখন বলা হলো, হে আমিরুল মুমিনিন, সাহাবিগণ তো কবরস্থ হয়েছেন। তিনি বললেন, তাবেয়িদের কাউকে? তখন তাউস আল-ইয়ামানি ﷺ কে নিয়ে আসা হলো। যখন তিনি তার কাছে উপস্থিত হলেন, তখন মাদুরের এক প্রান্তে উঠে তার পাদুকাদ্বয় খুললেন। তিনি 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করে সালাম দিলেন না। তিনি বললেন, "আসসালামু আলাইকুম (তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) হে হিশাম। শাসকের উপনাম ধরেও ডাকলেন না। এরপর তার বরাবর সামনে বসে পড়লেন। বসার পর বললেন, কেমন আছ হে হিশাম?"

তখন হিশাম প্রচণ্ড রকম রেগে গেলেন এবং তাকে কতল করার ইচ্ছা করে ফেললেন। তাকে বললেন, "তুমি যা যা করলে কোন জিনিসকে তোমাকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করল?"

তিনি বললেন, "আমি কী করলাম?"

তখন তার ক্রোধ এবং ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল।

তিনি বললেন, "তুমি আমার মাদুরের প্রান্তে উঠে তোমার পাদুকাদ্বয় খুলেছ, আমার হাতে চুমু দাওনি, আমাকে 'আমিরুল মুমিনিন' বলে সম্বোধন করে সালাম দাওনি, আমাকে উপনাম ধরে ডাকোনি, অনুমতি ছাড়া আমার বরাবর সামনে বসেছ, এবং বলেছ, কেমন আছো হে হিশাম?"

তাউস আল-ইয়ামানি ﷺ তখন বললেন, তোমার আপত্তিগুলোর জবাব হলো

ক. আমি আমার জুতা তোমার মাদুরের প্রান্তে উঠে খুলেছি, কারণ আমি রাব্বুল আলামিনের সামনে প্রতিদিন পাঁচ বার তা খুলি, তিনি আমাকে শাস্তি দেন না, আমার ওপর রাগ করেন না।

খ. আমি তোমার হাতে চুমু দিইনি। কারণ, আমি আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কোনো পুরুষের জন্য অপর কারও হাতে চুমু দেওয়া হালাল নয়; তবে নিজ স্ত্রীকে উত্তেজনার সাথে এবং ছেলেকে স্নেহ করে চুমু দিতে

www.nagorikpathagar.org

পারবে।

গ. আমি 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করে সালাম দিইনি, কারণ সকল মানুষ আপনার নেতৃত্বের ওপর সন্তুষ্ট নয়, তাই আমি মিথ্যা বলতে অপছন্দ করেছি।

ঘ. আমি আপনাকে উপনাম ধরে ডাকিনি, কারণ আল্লাহ্ তার বন্ধুদের নাম ধরে ডেকেছেন। তিনি বলেছেন—হে দাউদ, হে ইয়াহইয়া, হে ইসা। আর তার শত্রুদের উপনাম ধরে ডেকেছেন, তিনি বলেন, আবু লাহাবের দু-হাত ধ্বংস হোক।

ঙ. আমি আপনার বরাবর সামনে বসেছি, কারণ আমি আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ কে বলতে শুনেছি, "যখন তুমি কোনো জাহান্নামি লোককে দেখতে চাইবে, তখন এমন উপবিষ্ট লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করো, যার চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

তখন হিশাম বললেন, "তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ?"

তিনি বললেন, "আমি আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই জাহান্নামে মটকার মতো সাপ রয়েছে, খচ্চরের মতো বিচ্ছু রয়েছে, যা প্রত্যেক এমন শাসককে দংশন করবে, যে প্রজাদের মাঝে ইনসাফ করে না।"

এ বলে তিনি উঠে বেরিয়ে এলেন।

(৯৭) সুফয়ান সাওরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু জাফরের মজলিসে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, "আপনি আপনার প্রয়োজন তুলে ধরুন।"

তখন আমি তাকে বললাম, "আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। সারাটা পৃথিবীকে জুলম এবং অত্যাচারে ভরে ফেলেছেন!"

সুফয়ান ﷺ বলেন, আবু জাফর তখন তার মাথা ঝোঁকালেন। এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, "আপনার প্রয়োজন তুলে ধরুন।"

তখন আমি বললাম, নিশ্চয়ই এই জায়গা মুসলিমদের কবজায় এসেছে মুহাজির এবং আনসার সাহাবিদের তরবারির মাধ্যমে আর তাদের সন্তানেরা আজ ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যু-পথযাত্রী। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাদের সমীপে তাদের হক পৌঁছে দিন।

www.nagorikpathagar.org

সুফয়ান ﷺ বলেন, এরপর তিনি মাথা ঝোঁকালেন। এরপর মাথা তুলে বললেন, "আমাদের সামনে আপনার প্রয়োজন তুলে ধরুন।"

তখন আমি বললাম, "উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ হজ করেছেন। হজ আদায়কালে তিনি তার হিসাবরক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত খরচ করেছ?" সে বলল, "তেরো দিরহামের চেয়ে একটু বেশি।" অথচ আমি আপনাদের এখানে এত সব জিনিস দেখছি, উটও যা বহন করার সাধ্য রাখে না। এ কথাগুলো বলে সুফয়ান ﷺ বেরিয়ে গেলেন।

এভাবে তারা শাসকদের দরবারে প্রবেশ করতেন—যখন তাদের বাধ্য করা হতো। আখিরাতের আলিমগণ নিজেদের আত্মাকে নিয়ে আল্লাহর পথে পলায়ন করতেন। আর দুনিয়ার আলিমরা দরবারে প্রবেশ করত শাসকদের নেকদৃষ্টি এবং আন্তরিক নৈকট্য অর্জন করার জন্য। অনন্তর তারা শাসকদের শিথিলতার পথ দেখিয়ে দিত। তারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিলাসমূহের দ্বারা শাসকদের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিবিধান উদ্‌ঘাটন করত।"

ইমাম গাযালি ﷺ এর বক্তব্য শেষ হলো। (সংক্ষেপিত)

(৯৮) শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনু আব্দিস সালাম ﷺ এর একটি ঘটনা *আলআমালি* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থটি তার থেকে তার ছাত্র বিদগ্ধ মালেকি ইমাম শায়খ শিহাবুদ্দীন আলকারাফি ﷺ গ্রন্থনা করেছেন। ঘটনাটি হলো,

তার কাছে রাষ্ট্রের জনৈক কর্ণধার পত্র লেখেন। পত্রে তাকে তাদের সময়ের রাজার দরবারে একত্র হওয়ার এবং নিয়মিত রাজদরবারে যাতায়াত অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ দেন—যাতে এর মাধ্যমে রাজার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটা তার শত্রুশ্রেণির জন্য ঈর্ষার কারণ হয়।

তখন তিনি ﷺ বললেন, "আমি ইলম অধ্যয়ন করেছি যাতে আমি আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী হতে পারি। আর আমি কিনা এদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াব? কারাফি ﷺ বলেন, "তিনি ﷺ এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, যে ব্যক্তি ইলমের ধারক হয়, সে এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে আল্লাহ ﷻ এর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের দিকে ফরমান উদ্ধৃত করে। সে বার্তাবাহকের স্তরে থাকে। যার মর্যাদা এমন, তার জন্য এসব শোভন নয়।

www.nagorikpathagar.org

আলিমের জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করা উচিত

(৯৯) ইবনুল হাজ ﷺ *আলমাদখাল* গ্রন্থে বলেন,

“আলিমের জন্য উচিত হলো, বরং তার জন্য আবশ্যিক কর্তব্য, সে কখনো কোনো দুনিয়াদারের দ্বারস্থ হবে না। কারণ,আলিমের শান হলো, মানুষেরা তার দুয়ারে থাকবে। অবস্থা উল্টে যাওয়া, অর্থাৎ আলিম সাধারণ মানুষদের দুয়ারে পড়ে থাকা কিছুতেই সংগত নয়।

যে আলিম দুনিয়াদারদের দুয়ারে দুয়ারে পড়ে থাকে, সে কখনোই তার এই কাজের বৈধতা প্রমাণ করতে পারবে না। সে এ কথা বলতে পারবে না যে, “আমি শত্রু, হিংসুটে বা এ ধরনের কারও শঙ্কা করছিলাম, যে কোনো গণ্ডগোল-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।”

অথবা এ কথাও বলতে পারবে না যে,“আমার তো প্রত্যাশা ছিল, আমি এমন কোনো কিছু রোধ করতে পারব, যা সকলের জন্য শঙ্কার কারণ।”

তার এ কথা বলারও অবকাশ নেই যে, “আমি তো ভেবেছিলাম, শাসকের দরবারে আমার এই যাতায়াত হবে মুসলমানদের বিপদাপদ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি অনন্য উপকরণ। আমার এ যাতায়াতের মাধ্যমে তাদের কোনো উপকার সাধিত হবে অথবা এর মাধ্যমে তাদের কোনো আপদ দূর হবে।”

বস্তুত তার এমন কোনো অজুহাত নেই, যা তার পক্ষে ইতিবাচক কিছু নির্দেশ করবে।

প্রথম কারণ, যখন সে অন্তরের লিপ্সার সঙ্গে এই কাজ করবে, তখন সে এতে বরকতপ্রাপ্ত হবে না। আর ওপরে যেসব কারণ উল্লেখিত হলো, সে যদি এসবের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করে তাতে লিপ্ত হয়ে থাকে, তা হলে তা তো অন্তরের লিপ্সার চেয়েও গুরুতর। কখনো শাস্তিস্বরূপ তার ওপর এমন কাউকে চাপানো হয়, যে বার বার তার দ্বারস্থ হয়, বিশেষ কোনো কল্যাণার্থে তাকে নগদ কোনো শাস্তিতে আক্রান্ত করার জন্য।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো, সে সুনিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ কোনো বিষয়ে লিপ্ত হচ্ছে ধারণাকৃত ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত কোনো বিষয়ের জন্য। তা কখনো হতে পারে আর কখনো নাও হতে পারে। অথচ তার কাছে এই সময়ে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, শরিয়াহর

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিতে নিন্দনীয় সেই কাজে লিপ্ত না হওয়া; বরং তার ব্যক্তিগত ও মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যম তো ছিল এ সকল শাসকদের দুয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, আল্লাহ ﷻ এর ওপর ভরসা করা এবং তার সমীপে প্রয়োজনসমূহকে তুলে ধরা। কারণ, আল্লাহ ﷻ ই সেই মহান সত্তা, যিনি বান্দার সকল প্রয়োজন পূরণ করেন, তার শঙ্কাসমূহকে রোধ করেন, সৃষ্টিকুলের অন্তরসমূহকে অনুগত করেন এবং যার দিকে চান ও যেভাবে চান অন্তরসমূহকে ফিরিয়ে দেন।

আল্লাহ ﷻ সৃষ্টজীবের নেতাকে সম্বোধন করে বলছেন,

"পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, আপনি যদি তার সবটুকু ব্যয় করতেন, তবুও তাদের অন্তরসমূহের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাদের অন্তরসমূহের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন।"[৯৬]

তো আল্লাহ ﷻ তাঁর নবি ﷺ এর ওপর অনুগ্রহ বর্ণনার স্থানে এটাকে উল্লেখ করেছেন। আলিম যখন তাঁর ﷺ অনুসারী হবে, বিশেষত সর্বক্ষেত্রে মাখলুককে পরিহার করে আল্লাহ ﷻ এর ওপর ভরসা এবং নির্ভর করার ক্ষেত্রে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ এই অনুসরণের বরকতে তার সঙ্গে সেরূপ সহৃদয় আচরণ করবেন, যেমনটি তার নবি ﷺ এর সঙ্গে করেছেন। আর এর মাধ্যমে সে এ সকল ব্যক্তিদের দুয়ারে দুয়ারে ফেরা থেকে (যেমনটি একশ্রেণির লোক করে থাকে) নিরাপদ থাকতে পারবে। শাসকগোষ্ঠীর দ্বারস্থ হওয়ার অভ্যেস আদতে এক ঘাতক বিষ। কিন্তু হায়, এ সকল আলিমরা যদি ওপরে যা কিছু উল্লেখ করা হলো এর ওপরও সীমাবদ্ধ থাকত আর এর সীমা অতিক্রম করে অন্যকিছুতে লিপ্ত না হতো!

তারা তো এর সাথে এমন কিছু যুক্ত করে, যা আরও ঘৃণ্য এবং ভয়াবহ। তাদের দাবি হলো, শাসকদের দুয়ারে দুয়ারে ফিরে বেড়ানো বিনয় কিংবা কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও তাদের দাবির ফিরিস্তি দীর্ঘ। এ সকল ওয়াসওয়াসা তাদের চিত্তে উঁকি দেয়। এসব ব্যাধি অধুনা মহামারির আকার ধারণ করেছে। কারও চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতা যখন এরূপ হয়ে যায়, তখন তার তাওবা ও ফিরে আসার প্রত্যাশা কমে যায়।

আমাদের ঘরানার কোনো কোনো আলিম তাদের বইপত্রে এ কথা লিখেছেন যে, ন্যায়নিষ্ঠ কোনো ব্যক্তি যদি বিচারকের দুয়ারে গমনাগমন করে বেড়ায়, তা হলে

৯৬.সুরা আনফাল (০৮) : ৬৩

www.nagorikpathagar.org

তা তার হক্কানিয়াতের পক্ষে কালিমা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তার সাক্ষ্য আর বিচারালয়ে গৃহীত হয় না। যখন বিচারকের দুয়ারে গমনাগমনের ব্যাপারে এই কথা, অথচ বিচারক একজন মুসলিম এবং একজন বিদগ্ধ আলিম, শাসকবর্গের দরবারের অসংখ্য দোষ-ত্রুটি থেকে তাদের মজলিসগুলো নিরাপদ, তো যারা বিচারকার্যের সঙ্গে জড়িত নয়, তাদের মজলিসের ব্যাপারে কী বিধান? এর নিষিদ্ধতা তো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।"

তিনি অন্যত্র লেখেন, "আলিমের কর্তব্য, যখন তার মাদরাসার অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়, পূর্বে তার মেহনত-পরিশ্রমের যে ধারা অব্যাহত ছিল—তা পরিত্যাগ করবে না, রুষ্ট হবে না এবং অসন্তোষ প্রকাশ করবে না। কারণ, কখনো আল্লাহ ﷻ এর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ তাকে তার প্রাপ্য অনুদান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়ে থাকে, যাতে করে তিনি ইলম এবং আমলে বান্দার সত্যবাদিতা দেখতে পারেন। কারণ, আলিমের জন্য তার রিযিকের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে; যা নির্দিষ্ট কোনো পন্থা-উপায়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি ইলম তলব করে, আল্লাহ তার রিযিকের যিম্মাদারি নিয়ে নেন।"[৯৭]

এর অর্থ হলো, আল্লাহ ﷻ আলিমদের জন্য অতি-পরিশ্রমমুক্ত ও শ্রান্তিহীন উপায়ে রিযিকার্জনের পথ সুগম করে দেন। আল্লাহ ﷻ তো গোটা সৃষ্টজীবের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন; কিন্তু এরপরও আলিমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার হিকমাহ হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, আলিমের জন্য অতি-পরিশ্রমমুক্ত ও শ্রান্তিহীন উপায়ে রিযিকার্জনের পথ সুগম করে দেওয়া হবে। তার পরিশ্রমের অংশ স্থির করেছেন দরস-মুতালাআ মাসআলা-অনুধাবন এবং তার যথাযথ উপস্থাপনের মাঝে। নিশ্চয়ই তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি সহৃদয় আচরণ এবং অনুগ্রহের সুবাদে হয়ে থাকে। আর এটা (অর্থাৎ মাসায়িল অনুধাবন করা, এরপর তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করা এবং মাসায়িলের ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা) আলিমগণের কারামাতের অংশ;

---

৯৭. বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। আলখাতিব বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন (৩/১৮০)। এর বর্ণনাসূত্রে ইউনুস ইবনু 'আতা এবং জাদ্দুস সাওরি নামক দুজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ দুজন সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য জানতে দ্রষ্টব্য-*আলমিযান : ৪/৪৮২; লিসান : ৬/৩৩৩*

www.nagorikpathagar.org

যেমনিভাবে ওলিদের কারামাতের অন্তর্ভুক্ত হলো বিস্ময়কর রকমারি বহু কিছু, যার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ—যেমন পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, বাতাসে উড়ে বেড়ানো।

আলিমের জন্য (যার জন্য অনুদান নির্ধারিত হওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে) তার এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে শাসকের দুয়ারে গমনাগমন করা, তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার ধারাপাত করা অথবা তার স্থলে বিকল্প কোনো অনুদান জারি করার উদ্যোগ গ্রহণ করার কলঙ্ক থেকে সুরক্ষিত রাখা জরুরি।

আমাকে এক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছে, যাকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি, তিনি জনৈক আলিমকে দেখেছেন, যিনি কোনো মাদরাসায় অধ্যাপনা করতেন, যখন তার থেকে এবং তার শাগরিদদের থেকে অনুদানের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন একদিন তার শাগরিদরা তাকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি যদি অমুকের সাথে সাক্ষাৎ করে তার সামনে বিষয়টি উত্থাপন করতেন, (আলোচিত ব্যক্তি ছিল নিরেট দুনিয়াদার) আশা করা যায়, সে পুনরায় অনুদান জারি করার নির্দেশ দেবে।

তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি লজ্জাবোধ করি যে, জীবনের এই সন্ধ্যে বেলায় এসে আমি তার কাছে মিথ্যুক সাব্যস্ত হব।" তখন শাগরিদরা তাকে বলল, "এটা কীভাবে?" তখন তিনি বললেন, "আমি প্রতিদিন ভোরে এ কথা বলি যে, হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেছেন তার কোনো রোধকারী নেই এবং আপনি যা রোধ করেছেন তার প্রদানকারী কেউ নেই। আমি মুখে এ কথা বলব আবার কোনো মাখলুকের সামনে দাঁড়াব! এসব ব্যাপারে মাখলুকের কাছে প্রার্থনা জানাব! আল্লাহর কসম, আমি এমনটা করব না।"

নিয়ামত পাওয়া বা না-পাওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর ওপর যারা আস্থা রাখে, আলিমগণ তাদের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য। আলিম দুনিয়ার পেছনে ছোটার কারণ হিসাবে পরিবারের ভরণপোষণ সন্ধানের ওজর পেশ করতে পারে না। কারণ, আলিম যদি এই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করে তা পরিহার করে, তা হলে নিশ্চয়ই মহামহিম আল্লাহ তার সদিচ্ছাকে নষ্ট করবেন না। আল্লাহ তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, তার জন্য গাইবের দরজা খুলে দেবেন, নিশ্চয়ই যা পার্থিব লোভনীয় বস্তুর চেয়ে অনেক উত্তম, তাকে সাহায্য করবেন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতা দান করবেন—যার জন্য চান, যেভাবে চান। আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত রিযিক নির্দিষ্ট কোনো উপায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ ﷻ এর আদত এভাবেই জারি রয়েছে যে, তিনি যে ব্যক্তি এ সকল বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে ধারণ করে তাকে রিযিক প্রদান করেন, এমন পন্থা ব্যতিরেকেই, যা সে ইচ্ছা এবং প্রত্যাশা বেষ্টন করে। কেননা, আলিমদের থেকে আল্লাহ ﷻ এর কামনা হলো, তারা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার দিকে ফিরবে, একমাত্র তারই ওপর ভরসা করবে, আসবাবের দিকে না তাকিয়ে মুসাব্বিবুল আসবাব এবং সকল উপায়-উপকরণের নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালকের দিকে তাকাবে; যেই সত্তার অধিকারে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা।

একজন আলিম কেনই-বা এমন হবেন না, অথচ তিনি সৃষ্টজীবকে আল্লাহ ﷻ পর্যন্ত পৌঁছার পথপ্রদর্শন করেন এবং তাদের সামনে সরল-সঠিক পথ পরিস্ফুট করেন। আর যে আল্লাহর জন্য কোনো কিছু পরিহার করে, আল্লাহ তাকে এর যথাযথ বিনিময় প্রদান করেন—এমন স্থান থেকে যা সে কল্পনাও করে না।"

(১০০) *তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ* গ্রন্থে আলি ইবনু হাসান আস্সানদালি ﷺ এর জীবনীতে রয়েছে,

"সুলতান মালিক শাহ একজন আলিমকে বললেন, তুমি কেন আমার কাছে আসো না? তিনি বললেন, আমি চেয়েছি, আপনি শ্রেষ্ঠ আমিরদের একজন হন, যিনি আলিমদের যিয়ারত করেন। আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট আলিম হতে চাইনি, যে আমিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে।"

(১০১) ইবনু আদি ﷺ *আলকামিল* গ্রন্থে বলেন, আমি আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনুল মুযাফফার ﷺ কে বলতে শুনেছি,

আমি মিসরে অবস্থানরত আমার শাইখদের শুনেছি, তারা আবু আব্দির রহমান আননাসায়ি ﷺ এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইমামাহ্র স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন, তার রাতভর নিয়মতান্ত্রিক ইবাদত এবং নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের স্তুতি বর্ণনা করেন। একবার তিনি মিসরের গভর্নরের সঙ্গে যুদ্ধে বের হলেন। তখন তার বিচক্ষণতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রমাণিত সুন্নাহ্র প্রতিষ্ঠা এবং যে শাসনক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বেরিয়েছেন, সযত্নে তার মজলিস থেকেও দূরে দূরে থাকার বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হলো। এটাই ছিল তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, যাবৎ না তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন।

(১০২) মিযযি ﷺ এর *তাহযিবুল* কামাল গ্রন্থে বুখারি ﷺ এর শায়খ আবু ইয়াহইয়া আহমাদ ইবনু আব্দিল মালিক আলহাররানি এর জীবনীতে বর্ণিত রয়েছে, তার হুবহু

www.nagorikpathagar.org

ভাষ্য হলো,

"আবুল হাসান আল-মাইমুনি ﷺ বলেন, আমি আহমদ ইবনু হাম্বল ﷺ কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, সে আমাদের এখানে ছিল। আমি তাকে বুদ্ধিমানই দেখেছি। তার মাঝে কোনো দোষ বা সমস্যা দেখিনি। আমার দেখামতে সে হাদিসের হাফিজ। আমি তার মাঝে শুধু উৎকৃষ্টতাই প্রত্যক্ষ করেছি।"

আহমাদ ﷺ বলেন, "আমি একদল লোককে দেখেছি তার ব্যাপারে মন্দ কথা বলে।" তিনি বলেন, "সে শাসকের কাছে যাতায়াত করত তার একখণ্ড জমির কারণে।"[৯৮]

শেষ যামানায় সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস

(১০৩) *তাহযিবুল কামাল* গ্রন্থে রিশদিন ইবনু সা'দ ﷺ থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন,

আমি ইবরাহিম ইবনু আদহাম ﷺ কে বলতে শুনেছি, আমি শুনেছি, "শেষ যামানায় সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হবে তিনটি—দ্বীনি ভাই, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়; হালাল পন্থায় রৌপ্যমুদ্রা উপার্জন এবং শাসকের সামনে সত্য কথা।"[৯৯]

শাসকদের কাছে গমনাগমনের ব্যাপারে কবিদের বক্তব্য

(১০৪) খালফ ইবনু তামিম ﷺ বলেন, আমি ইবরাহিম ইবনু আদহাম ﷺ কে আবৃত্তি করতে শুনেছি, তিনি বলছেন,

"আমি অসংখ্য মানুষকে দেখেছি, যারা একেবারে স্বল্প দ্বীনদারি নিয়ে সন্তুষ্ট। অথচ আমি তাদের পার্থিব জীবনের স্বল্প ভোগসামগ্রী নিয়ে সন্তুষ্ট হতে দেখিনি। সুতরাং তুমি আল্লাহকে নিয়ে তুষ্ট হয়ে রাজা-বাদশাহদের দুনিয়া থেকে অমুখাপেক্ষী হও; যেমনিভাবে রাজা-বাদশাহরা তাদের দুনিয়া নিয়ে দ্বীনদারি থেকে অমুখাপেক্ষী

---

৯৮. *তাহযিবুল কামাল*, মিযযি *: ১/৩০*

৯৯. *তাহযিবুল কামাল*, মিযযি *: ১/৪৯*

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে।”[১০০]

(১০৫) আল-কালি ﷺ তার *আমালি* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

“সুলায়মান আল-মুহাল্লাবি খাইল ইবনু আহমাদ ﷺ এর কাছে এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে পাঠালেন। এবং তার কাছে তার সান্নিধ্য প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি তার এক লক্ষ দিরহাম ফিরিয়ে দিলেন এবং তার উদ্দেশে কয়েকটি চরণ লিখলেন,

“তুমি সুলায়মানের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমি তার থেকে অধিক প্রাচুর্য এবং সচ্ছলতায় রয়েছি, তবে আমি সম্পদশালী নই।

আমি আন্তরিকভাবে উদার। আমি কাউকে ক্ষুধার্ত হয়ে শীর্ণ দেহে মরে যেতে এবং ভাগ্যবিড়ম্বনার শেষ স্তরে উপনীত হয়ে কাতরাতে দেখিনি। রিযিক সুনির্ধারিত, ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ। অক্ষমতা তা হ্রাস করে না, আর কৌশল-অবলম্বনকারীর কৌশল তাতে প্রবৃদ্ধি আনে না। দারিদ্র্য থাকে অন্তরে, সম্পদে নয়—যা তুমি জানো। আর অনুরূপভাবে সচ্ছলতাও থাকে অন্তরে, সম্পদে নয়।”[১০১]

(১০৬) আবু নুয়াইম ﷺ *হিলয়াতুল আওলিয়া* গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু উহাইব ইবনু হিশাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইবনুল মুবারক ﷺ এর একজন শাগরিদ আমাদের এই কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন,

“তুমি শুষ্ক রুটি, চাল এবং যবের চাপাতি খেয়ে জীবনধারণ করো। এগুলোকেই তোমার হালাল খাবাররূপে গ্রহণ করো। এসব তোমাকে জাহান্নামের উষ্ণতা থেকে রক্ষা করবে। আমি তো আর পারলাম না। আল্লাহ্ তোমাকে শাসকের দরবার থেকে রক্ষা করে সাফল্যের পথে পরিচালিত করুন।”[১০২]

(১০৭) আবু নুয়াইম ﷺ হিলয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে আহমাদ ইবনু জামিল আলমারওয়াযি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ﷺ কে বলা হলো, ইসমাইল ইবনু উলাইয়াহ ﷺ সাদাকা উশুলের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তখন তার উদ্দেশে ইবনুল মুবারাক লিখলেন,

---

১০০. হিলয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৭৬

১০১. মু'জামুল উদাবা, ইয়াকুত হামাবি *: ১১/৭৫-৭৬; তাবাকাতুন নাহ্বিয়্যিন,* যাবিদি *: ৪৭; ইম্বাহুর রুওয়াত : ১/২৪৪*

১০২. আসসিয়ার, যাহাবি *: ৮/৪১৪-৪১৫*

www.nagorikpathagar.org

"হে ওই ব্যক্তি, যে তার ইলমকে শ্যেনে পরিণত করেছে, যা মিসকিনদের ধনসম্পদ ছোঁ মেরে শিকার করে আনে। দুনিয়া এবং তার স্বাদ এমন অপকৌশলের মাধ্যমে অধিকারে আসে, যা দ্বীনকে রীতিমতো বিলুপ্ত করে দেয়। তুমি নিজেই দুনিয়া পেয়ে উন্মাদ হয়ে গেছ। অথচ একদা তুমিই ছিলে উন্মাদদের প্রতিষেধক।

শাসকদের দরবার ত্যাগ করার যে সকল বর্ণনা তুমি বর্ণনা করতে, কোথায় গেল আজ সেসব? ইতিপূর্বে ইবনু আওন আর ইবনু সিরিনের থেকে যে সকল বর্ণনা তুমি উদ্ধৃত করতে, আজ কোথায় তা অবলুপ্ত হলো? যদি তুমি বলো, আমাকে বাধ্য করা হয়েছে, তা হলে এটা একটা বেহুদা কথা। ইলমের নির্মাণশিল্পী মৃত্তিকায় পদস্খলিত হয়েছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যখন এই চিঠিটা পড়লেন, তখন কেঁদে ফেললেন এবং চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিলেন।[১০৩]

(১০৮) ইমাম শাফেয়ি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একজন বন্ধু ছিল, যার নাম ছিল হাসিন। সে আমার সাথে সদাচারণ করত এবং সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রাখত। একদিন আমিরুল মুমিনিন তাকে শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম শাফেয়ি তখন তার উদ্দেশে লিখলেন,

"তুমি এই সম্পর্ককে তোমার কাছে রেখে দাও। কেননা, তোমার সম্প্রীতি আমার থেকে তালাকপ্রাপ্ত। তবে তা অপ্রত্যাহার্য তালাক নয়। যদি তুমি নিবৃত্ত হও, তবে তা এক তালাক হয়ে থাকবে। আমার জন্য তোমার ভালোবাসা এরপরও দুইয়ের ওপর স্থায়ী হবে। আর যদি তুমি আঁকাবাঁকা পথে চলো, তা হলে তুমি তার পরবর্তী তালাকগুলোর জন্য আবদার উত্থাপন করলে।

সুতরাং পরবর্তী দুই মাসিক স্রাবে অবশিষ্ট দুই তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা, তিন তালাক আমার পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমার কাছে এসেছে। এ ক্ষেত্রে বাহরাইনের শাসনক্ষমতা তোমার কোনো উপকারে আসবে না। আমি আসলে এক হাসিনকে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি না; বরং আমি এক আদর্শ রেখে যেতে চাচ্ছি, যাতে প্রত্যেক হাসিনপন্থীর চেহারা কালিমালিপ্ত হয়।"[১০৪]

---

১০৩. *জামি'উ বায়ানিল ইলম,* ইবনু আব্দিল বার : ২৫৭-২৫৮; *আসসিয়ার,* যাহাবি : ৮/৪১১-৪১২; *সিফাতুস সাফওয়াহ,* ইবনুল জাওযি : ৪/১৪০

১০৪. *তারিখু ইবনি আসাকির*

www.nagorikpathagar.org

(১০৯) আবু নুয়াইম ﷺ মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াহব ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইবনুল মুবারক ﷺ এর এক শাগরিদ আমাদের এই কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন,

"তোমরা তোমাদের মিসআর সুফয়ান এবং ইবনু মিগওয়াল আর তাই গোত্রের তাকির অনুসরণ করলে না কেন—যখন তারা সকলে ছিল তাকওয়ার বন্ধনীতে আবদ্ধ। তাকি তো সমগ্র বিশ্বের শোভা এবং সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাদের দৃষ্টান্ত মস্তিষ্কের মতো। তুমি তাদের দেখবে রাতের নামাজে নিদ্রাহীন চোখে দণ্ডায়মান। দু-চোখে নেই একফোঁটা ঘুম কিংবা নিদ। সর্বদা ঘরে উপবিষ্ট। গৃহের ডালে চুপটি মেরে আসীন। একান্ত কোনো বিপদ আপতিত হলে কিংবা জুম'আর প্রয়োজনেই শুধু তারা বাইরে বেরিয়ে থাকে। কলজেসহ ক্ষুধার্ত ও সংকুচিত উদর।

তাকওয়ার ভীতিতে তারা কখনো হারাম আস্বাদন করে না। তাদের রয়েছে জনমানুষের চিন্তা। আর ফসল কর্তনের সময় কাওমের সকল চিন্তা থাকে শুধু নিজেদের নিয়ে, অথচ কাওমের লোকেরা বীজই বপন করেনি।

(১১০) হাফিজ আবু নাসর ইবনু মা'কুলা ﷺ বলেছেন,

"আমি শাসকের দরবার পরিহার করেছি। কারণ, আমি এমন কিছু জানি, যা গোটা জিন-ইনসান জানে না। আমি সুহাইলকে দেখেছি, যে জীবনের পথচলায় সূর্যের থেকে অপমানজনক অবস্থান ছাড়া অন্য কিছুই পায়নি।"

(১১১) কবি বলেছেন,

"হায়রে দিবাস্বপ্ন! শাসকের কাছে বিপদ নেমেছে। শাসকের দুয়ারে প্রবেশকারী পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

(১১২) শাসক ইযযুদ্দীন শায়খ শাতেব ﷺ এর কাছে তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংবাদ পাঠালেন। তখন শায়খ তার এক ছাত্রকে নিচের পঙ্‌ক্তিগুলো লিখতে বললেন,

"তুমি সতর্ক ও দূরদর্শী উপদেশ-প্রদানকারীর পক্ষ থেকে শাসককে বলো যে, ফকিহ যখন তোমাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত হবে, তখন আর তাতে কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না।"

www.nagorikpathagar.org

(১১৩) যায়দ ইবনু আসলাম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি আবু হাযিম এর সঙ্গে ছিলাম। তখন শাসক আব্দুর রহমান ইবনু খালিদ তার কাছে এই সংবাদ দিয়ে দূত পাঠালেন যে, “আপনি আমাদের কাছে আগমন করুন। যাতে আমরা আপনার কাছে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারি এবং আপনি আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করতে পারেন।” তখন আবু হাযিম বললেন,

“আল্লাহর কাছে পানাহ! আমি আহলুল ইলমকে দেখেছি, তারা দুনিয়াবাসীর কাছে ইলম বহন করে নিয়ে যায় না। নিশ্চয়ই আমি এই অপরাধকর্মের প্রথম প্রবক্তা হতে পারব না। যদি আপনার কোনো প্রয়োজন থেকে থাকে, তা হলে আপনি আমাদের কাছে তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন।”

তখন আব্দুর রহমান তার কাছে দূত মারফত এই সংবাদ পৌঁছালেন যে, “আপনি এর মাধ্যমে আমাদের চোখে আরও অধিক মর্যাদাবান হয়েছেন।”

www.nagorikpathagar.org

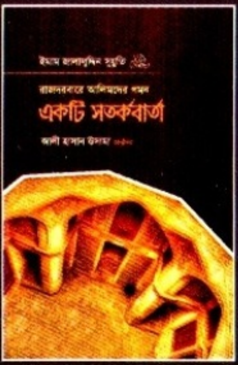

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

Cover: **Abul Fatah**

ISBN: 978-984-34-3408-1